নবীন কণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

ফেব্রুয়ারি ২০২২। ফাল্গুন ১৪২৮।

প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

নবীন কণ্ঠ

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিষ্ঠাকাল

ফাল্গুন ১৪২৮ বা., ফেব্রুয়ারি ২০২২ খৃ.

উপদেষ্টা

মাহফুজ হোসাইনী
আব্দুল্লাহ আল-মামুন আশরাফী
এসএম আরিফুল কাদের

তত্ত্বাবধায়ক

মুফতি ইমদাদুল্লাহ
রাশেদ নাইব
সায়েম আহমদ

সম্পাদক

উসমান বিন আব্দুল আলীম

সহ-সম্পাদক

মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ

ডিজাইন

তাওসীফ আহমেদ

অস্থায়ী ঠিকানা

জামি'আ ইসলামিয়া আরাবিয়া।
বলিয়ারপুর, সভার, ঢাকা।

সার্বিক যোগাযোগ

০১৭৮৯২০৪৬৭৪
০১৫৬৮৫০৯১৩৫

email

osmangoninomani@gmail.com

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

মাহফুজ হোসাইনী
আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী
মুহা. সায়েম আহমদ
এসএম আরিফুল কাদের
রাশেদ নাইব
মুফতি ইমদাদুল্লাহ
আবু তালহা রায়হান
মুহাম্মাদুল্লাহ আহনাফ
আব্দুর রশিদ
শরিফুল ইসলাম নাঈম
মাও.শামসুল আরেফিন
মুফতি হুসাইন আহমদ
মুফতি আনিসুর রহমান
নাজমুল হাসান সাকিব
সা'দ হোসাইন
মিশকাত হোসাইন

কবিতা/ ছড়া

কাজী মারুফ
আকরাম হোসাইন
এনায়েতুল্লাহ ফাহাদ
মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ
রাশেদ নাইব
আয়মান আরশাদ
মুফতি ফয়জুল্লাহ
ইমরান বিন রাফি
আসাদ বিন সফিক

রোযনামচা

বিন-ইয়ামিন সানিম
বোরহান মাহমুদ
আমির হামজা
আনোয়ার আফনান
খাদিজা বিনতে আব্দুল আলিম
মাহবুবা সিদ্দিকা
ফারিহা জান্নাত

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষা ও ভাষাশহীদ আমাদের করণীয়

আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা। আমরা বাংলায় কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরাই মাতৃভাষার জন্য রাজপথে রক্ত দিয়েছি। মাতৃভাষা রক্ষার রক্তের পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি; বাংলায় ১৩৫৮ সনের ৮ ফাল্গুন— এদিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে রাজপথে মিছিলে বের হয়। পাকিস্তানি প্রশাসন তাদের ওপর গুলি বর্ষণ চালায়। এতে সালাম, রফিক, বরকত, জাব্বার ও মশিউরসহ অনেকে মারা যান। তাদের রক্তের বিনিময়েই এদেশে মায়ের ভাষা বাংলা হয়েছে। মানুষ পেয়েছে লাল-সবুজের পতাকা। এ দিবসটি আমাদের জাতীয় অঙ্গনে বিশেষ মর্যাদা হিসেবে স্বীকৃত পেয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদা পেয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা দিবস।

মাতৃভাষা আল্লাহর দান

মাতৃভাষা আল্লাহর দান। আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষ সৃষ্টি করে তাদের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা শিখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'করুণাময় আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।' (সুরা রহমান: ১-৪)
আয়াতে 'বর্ণনা' বা 'বয়ান' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভাষা। আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামতের মধ্য থেকে ভাষা বড় নেয়ামত— যা আল্লাহ আমাদের দান করেছেন।

ভাষার গুরুত্ব

আল্লাহ প্রত্যেক নবী-রাসুলকে স্বজাতির ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা নিজ জাতির ভাষায় মানুষকে আল্লাহর একাত্ববাদের দিকে আহ্বান করতেন। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আসমানি কিতাবও ওই জাতির ভাষায় নাজিল করেছেন, যাদের কাছে তিনি কিতাব পাঠিয়েছেন। কোরআনুল কারিম পাঠিয়েছেন আরব জাতির ওপর। আর আরবরা ছিলেন আরবি ভাষী। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তাদের (তাদের উম্মতদের) পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে...।' (সুরা ইবরাহিম)

ভাষার বৈচিত্র আল্লাহর নিদর্শন

এই পৃথিবীতে যেই ভাষার বৈচিত্র্য, তা আল্লাহ তাআলার কুদরতের মধ্য হতে একটি কুদরত। পৃথিবীর সাড়ে সাত কোটি বেশি মানুষের ভাষা আছে সাত হাজারের বেশি। এই মানুষেরা সাত হাজারের বেশি ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহর নির্দশন। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এসব ভাষা। আল্লাহ তাআলা বলেন, দাঁতার নিদর্শনের মধ্যে হলো আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই এতে আছে বহু নিদর্শন।' (সুরা রুম: ২২)

আয়াত থেকে বোঝা যায়, এক. মাতৃভাষা মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা; এটা মানুষের জন্মগত ও মৌলিক অধিকার। দুই. মাতৃভাষা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। তিন. এটা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

ভাষাশহীদদের জন্য আমাদের করণীয়

আমরা দেখি যে ভাষা শহিদদের অধিকাংশই মুসলিম। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে, একজন মুসলমান হিসেবে অপর মৃত মুসলমান ভাইয়ের জন্য আমাদের কর্তব্য কী! যারা ভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন, তারা আমাদের গর্বের ধন। আমাদের গৌরবের প্রতীক। তাদের স্মরণে আমরা কী করব আর কী বর্জন করব সেটা ভাবার বিষয়। আমরা মুসলমান হিসেবে তাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করব। তাদের কল্যাণ কামনা করব। আমরা মোটদাগে তাদের জন্য যা কিছু করব—

এক. তাদের জন্য বেশি বেশি মাগফেরাত কামনা করা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, 'যখন মানুষ মারা যায় তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের ফায়দা ভোগ করে— এক. সদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন জ্ঞান — যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তিন. ওই সুসন্তান— যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম: ১৬৩১)

দুই. তাদের জন্য বেশি বেশি ইসালে সওয়াবের (নেক আমল পাঠানো) ব্যবস্থা করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'সাদ ইবনে উবাদা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তার মা ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তার কোনো উপকারে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সাদ (রা.) বলেন, 'আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার 'মিখরাফ' নামক বাগানটি আমার মায়ের জন্য সদকা করে দিলাম। ' (বুখারি: ২৭৫৬)

তিন. সাধ্যমতো শহিদদের কবর জিয়ারত করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি এর আগে তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন থেকে অনুমতি দিলাম, তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা তা তোমাদের দুনিয়া বিমুখ করে এবং পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' (ইবনে মাজাহ: ১৫৭১)
একজন মৃত মুসলমান জীবিত মুসলমানদের কাছে ইসালে সওয়াবের অধিকার রাখেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করছি না। তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করছি না। রাসুল (সা.)-ও মৃত ও শহিদ সাহাবিদের স্মরণে দোয়া করেছেন। তাদের মাগফেরাত কামনা করেছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ো না। আমার কবরকে তোমরা উৎসবের কেন্দ্র বানিয়ো না।' (আবু দাউদ: ২০৪২)

মুসলমানরা এখন এমনসব আমল করছেন, যেগুলো আল্লাহর রাসুল (সা.) করেননি। সাহাবি ও পূরবর্তী ঈমানদাররা করেনি। সুতরাং আমাদেরও ইসলাম অসমর্থিত কোনো কাজ করা উচিত নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি সংস্কৃতিতে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।' (আবু দাউদ: ৫৪৪৪)
আরেক হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'কেউ যদি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু সংযোজন করে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।' (বুখারি: ২৬৯৭)

আমরা আমাদের শহিদ ভাইদের জন্য কোরআন খতম করব। বেশি বেশি ইস্তেগফার করব। মসজিদে মসজিদে বা ব্যক্তিগতভাবে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করব এবং সামর্থ্য থাকলে তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া করব।

✍️ **উসমান বিন আব্দুল আলিম**

ইসলামে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব

মাহফুজ হোসাইনী

ভাষা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। ভাষা মানুষ্য পরিচয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের বর্ণে বৈচিত্র্য দিয়েছেন। তেমনি ভাষার মধ্যেও দিয়েছেন ভিন্নতা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা-৩০ রুম, আয়াত: ২২, ২১)

পৃথিবীর মানুষ বহু আকৃতির। বহু ভাষার। লম্বা-খাটো। সাদা-কালো। তবে এসবের কারণে কাউকে ছোট বা হেয়প্রতিপন্ন করা যাবে না। এসব পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যাবে না। সবাই মানুষ। আর সব মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.) থেকেই মানুষের সূত্রপাত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।' (সূরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত: ১৩, পারা: ২৬)

পৃথিবীতে এলাকার ভিন্নতার কারণে ভাষার মাঝেও ভিন্নতা পাওয়া যায়। মানুষ মায়ের কাছ থেকে ভাষা শিখে। মা যেই জাতির হয় তার ভাষাও সেই জাতির হয়। আর এটাই হল মাতৃভাষা। স্বজাতির ভাষা। ইসলামে মাতৃভাষা তথা স্বজাতির ভাষার বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সূরা-১৪ ইবরাহিম, আয়াত: ৪, পারা: ১৩)

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে এবং আল্লাহর একাত্তবাদ কায়েমে মাতৃভাষার ভূমিকা অনস্বিকার্য। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মাতৃভাষায় ইসলাম প্রচার-প্রসার এবং দ্বীন কায়েম করেছেন। সুতরাং স্বজাতির নিকট সঠিকভাবে হেদায়েতের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মাতৃভাষা চর্চার বিকল্প নেই। আমরা বাঙালি জাতি। আমাদের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা আমাদের মায়ের ভাষা। মাতৃভাষা। আমরা বাঙালিদের জন্য এই ভাষা চর্চা করা জরুরি। পরিশেষে, আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলাভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের জন্য মাওলার দরবারে দোয়া।

বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক বাংলাদেশের খবর

সকল ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ

এসএম আরিফুল কাদের

সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। ভাষাও এর বাইরে নয়। সব ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ। সেহেতু কোনো ভাষাকে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ সব ভাষাই জানেন এবং যে ভাষায় তাকে ডাকা হোক না কেন, তিনি বোঝেন। দুনিয়ায় যে শত শত ভাষা রয়েছে, তা আল্লাহর বিশেষ কুদরত। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেনÑ 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।' (সূরা রুম : ২২)

বাংলা ভাষা দুনিয়ার অন্যতম ভাষা। এ ভাষাও মহান আল্লাহর দান। বাংলা যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা। সেহেতু এ ভাষার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ থাকতে হবে। মাতৃভাষাকে ভালোবাসা প্রতিটি মুসলমানের জন্য সুন্নত। কারণ রাসূল সা: তাঁর মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ করতেন। বিশুদ্ধভাবে তাঁর মাতৃভাষা আরবি চর্চায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।
চলছে ফেব্রুয়ারি মাস। যা আমাদের কাছে ভাষার মাস হিসেবে পরিচিত। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে এ মাসেই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে বাঙালি এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে যেমনটা বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া বিরল। এক সহিংস রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষার মর্যাদা।

বাংলা ভাষায় নিজেদের জড়িয়ে রাখতে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গবেষক ও প্রবাদপুরুষ আল্লামা সাইয়ীদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ: বলেছেন, 'বাংলা ভাষার সাধারণ চর্চা এখন আর যথেষ্ট নয়। এ কাজ সবাই করবেন। এখন কিছু মানুষকে বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব হাতে নেয়ার জন্য প্রাণপণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটা যেমন আলেমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরি, তেমনি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ও খোদ বাংলা ভাষার জন্যও অপরিহার্য। বাংলা ভাষার শোধন, সংস্কার ও সমৃদ্ধির জন্য এ কাজ অপরিহার্য।' (ইনকিলাব, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

বাঙালি আলেম সমাজ কবে থেকে সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নেই। তবে যত দূর জানা যায়, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আলেমসমাজ সঙ্কীর্ণ পরিসরে হলেও বাংলা ভাষাচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় লেখালেখি ও প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করে। তন্মধ্যে ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন মাওলানা কাজী আবদুল খালেক রহ:। সিপাহি বিপ্লবের ২০ বছর পর ১৮৭৭ সালে তিনি 'আখবারে মোহাম্মদী' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সূচনালগ্নে আলেমসমাজের মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে 'আখবারে মোহাম্মদী' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তারপর এ ক্ষেত্রে আমরা দু'জন আলেমকে অগ্রপথিক ও পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করতে পারি। তাদের প্রথমজন হলেন মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ এবং দ্বিতীয়জন হলেন মাওলানা মোহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী। (কমাশিসা, ৪ জুন ২০১৬)

এ ছাড়া একজন বিখ্যাত বাঙালি বুজুর্গ ফুরফুরার পীর সাহেব হজরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশী রহ:। যার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় মোসলেম হিতৈষী, ইসলাম দর্শন, হানাফি শরীয়ত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, হেদায়েত প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলো। এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশের জন্য তার কিছু খলিফাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তার হাজার হাজার খলিফার মধ্য থেকে মাওলানা রুহুল আমিন, মাওলানা মুয়েজুদ্দীন হামিদী, মাওলানা নেছারুদ্দীন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা রুহুল আমীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও প্রায় দেড় শ' ইসলামী পুস্তক রচনা করেন। মাওলানা রুহুল আমীন ছাড়াও যারা ওই সময় পত্রপত্রিকা পরিচালনা এবং বই-পুস্তক রচনা করে বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখেন তাদের মধ্যে রয়েছেনÑ মাওলানা আহমদ আলী (নবযুগ), মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী (শরীয়তে ইসলাম), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (সাপ্তাহিক ছোলতান, দৈনিক হাবলুল মাতীন, দৈনিক আমির, মাসিক আল-ইসলাম প্রভৃতি), মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান (আজাদ ও মোহাম্মদী পত্রিকাদ্বয়ের নিয়মিত লেখক), মাওলানা আজিজুর রহমান (তাবলিগ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (মোহাম্মদী ও আজাদ), মাওলানা শেখ আ: রহিম (তরজুমানুল হাদিস ও আরাফাত), মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা)। পরবর্তী যুগে যেসব ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও বই পুস্তক রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের নবযুগ সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মাসিক মদিনা, সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম, দৈনিক নাজাত, ত্রৈমাসিক মীনার), মাওলানা আমিনুল ইসলাম (মাসিক আল বালাগ), মাওলানা রুহুল আমিন খান (ইনকিলাব), মাওলানা মুহিউদ্দিন শামী (মাসিক তাহযীব), মাওলানা রেজাউল করিম (তমদ্দুন), মাওলানা হাকীম আবদুল মান্নান (মাসিক হামদর্দ, পূর্বদেশ), মাওলানা মাহমুদুল হাসান (মাসিক আল জামিয়া)। (বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

লেখক, আলেম ও প্রাবন্ধিক

বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফী

বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন। সেসবের মধ্যে এক অনুপম নিদর্শন ভাষা। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার ভাষা। আবহমানকাল থেকে মানুষ ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব আদান-প্রদান করে।
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না পরস্পর ভাগাভাগি করে নেওয়ার অপরিহার্য অনুষঙ্গ ভাষা। যাপিত জীবনের পরতে পরতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ভাষা। মানব জীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ১৪০০ বছর আগে রসুলুল্লাহ (সা.) যে আল কোরআনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাতে ভাষার বৈচিত্র্যকে আল্লাহর অনন্য নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'তাঁর (আল্লাহর) এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। ' সুরা রুম আয়াত ২২।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা ছড়িয়ে থাকলেও মাতৃভাষাই আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।
মাতৃভাষায় কথা বলে আমরা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করি। রসুলুল্লাহ (সা.)সহ দুনিয়ায় যত নবী-রসুল এসেছেন সবাই বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা বলতেন। মায়ের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। মাতৃভাষাকে তাঁরা অনেক বেশি ভালোবাসতেন।কারণ মাতৃভাষা মহান আল্লাহর এক বড় নিয়ামত ও অপূর্ব দান। মহান আল্লাহ বলেন, 'দয়াময় আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃজন করেছেন মানুষ। শিক্ষা দিয়েছেন ভাষা তথা বর্ণনা। ' সুরা আর রহমান আয়াত ১-৪।
রসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন 'আফসাহুল আরব' বা আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। আরবি শুধু দীনি ভাষাই নয়; বরং সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক জনপদের বাসিন্দাদের মাতৃভাষাও। রসুলুল্লাহ (সা.) বিশুদ্ধ ভাষার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কিরামকে ভাষার শাব্দিক ব্যবহারে সচেতন করতেন।

একবার এক সাহাবি রসুল (সা.)-এর কাছে এলেন। তিনি বাইরে থেকে সালাম দিয়ে বলেন, 'আ-আলিজু?' (আমি কি প্রবেশ করব?) ঢোকা অর্থে এ শব্দের ব্যবহার আরবি ভাষায় আছে; কিন্তু অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে তা প্রমিত শব্দ নয়। প্রমিত শব্দ হচ্ছে, 'আ-আদখুলু?' তখন নবী (সা.) বলেন, তুমি 'আ-আদখুলু?' বল। আবু দাউদ।

রসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে তাঁর শব্দ প্রয়োগ ঠিক করে দিয়েছেন। অথচ তা জিকির-আসকার বা এ-জাতীয় কোনো বিষয় ছিল না। মুসলিমে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে 'কিতাবুল আলফাজ' শিরোনামে। সেখানে বিভিন্ন হাদিসে আমরা দেখতে পাই নবী (সা.) শব্দ প্রয়োগ সংশোধন করেছেন, এশার নামাজকে 'আতামা' বোলো না, 'এশা' বল। আঙুরকে 'করম' বোলো না, 'ইনাব' বল ইত্যাদি।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় 'কিতাবুল আদাব'-এর একটি শিরোনাম হলো 'মান কানা ইউয়াল্লিমুহুম ওইয়াদরিবুহুম আলাল লাহনি' অর্থাৎ সন্তানকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং ভুল হলে শাসন করা প্রসঙ্গ। এ পরিচ্ছেদে সহি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে কথাবার্তায় লাহন বা ভাষাগত ভুল হলে তিনি সন্তানদের শাসন করতেন। বিশুদ্ধ ভাষাচর্চা শুধু সাহিত্যের ভিত্তি কিংবা অনুষঙ্গই নয়, বরং এটা শরিয়তের কাম্য বিষয়াবলির অন্যতম। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনাদর্শের বিমল শিক্ষা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে একজন মুমিনের ভাষা বিশুদ্ধ ও শালীন হতে হবে। এটা দীনি ভাষার প্রসঙ্গ নয়, মাতৃভাষার প্রসঙ্গ। অতএব মাতৃভাষা যা-ই হোক তার বিশুদ্ধতা শরিয়তের কাম্য। আর এটা কখনো চর্চা ছাড়া হাসিল হবে না। যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর নবী-রসুলদের স্বজাতির ভাষায় পারদর্শিতা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাঁদের উম্মতদের সহজে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারেন। উম্মতরা তাঁদের কথা বুঝতে পারে। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি রসুলদের তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে তাদের (দীন) স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। ' সুরা ইবরাহিম)

উপদেষ্টা, 'নবীন কণ্ঠ'

মাতৃভাষা নিয়ে আমার ভাবনা

মুফতি ইমদাদুল্লাহ

হৃদয়ের বোধ, মনের দ্যোতনা প্রকাশের জন্য আল্লাহর দেওয়া অন্যতম নেয়ামতের নাম ভাষা। কোনো বিষয় কল্পনায় আসার পরক্ষণেই অত্যন্ত নিখুঁত কুদরতী পন্থায় তা ভাষার রুপ নিয়ে প্রকাশিত হয় আমাদের যবান থেকে, লেখনি থেকে।
ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বলে আমাদের একটা দ্বীনী ভাষা আছে- আরবী। বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের যে ভাষায় কথা বলতে হয়, সেটা মাতৃভাষা – বাংলা ভাষা। যাদের দ্বীনী ভাষা আর মাতৃভাষা একই, তাদের তো অনেক সৌভাগ্য। আমাদের অবশ্য দ্বীনী ভাষা আর মাতৃভাষা এক নয়। তবুও আমাদের মাতৃভাষা আমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম এক নেয়ামত। লেখার কলম এবং বলার ভাষা উভয়টি-ই আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত।

ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা আল্লাহর নেয়ামত। সূরা আর-রহমানের ৩ ও ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে ভাব প্রকাশ করা শিখিয়েছেন"। এখানে মানুষ বলতে শুধু আরবের মানুষ-ই বুঝানো হয়নি। বরং আরব-অনারব সব দেশের, সব ভাষার মানুষকে বুঝানো হয়েছে। এতে দেখা গেলো, ভাব প্রকাশের যোগ্যতা আল্লাহর অন্যতম একটি নেয়ামত। অন্য এক আয়াত থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি, ভাষার ভিন্নতাও আল্লাহর সুন্দরতম অনুদান। (সূরা আর-রূম, আয়াত নং: ২২)
এই নেয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন মৌলিক দুইটি উদ্দেশ্য কে কেন্দ্র করে। ক. পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হতে। খ. দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণসহ জীবনের সকল অঙ্গনে এই নেয়ামত দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, নেয়ামতকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করাই নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। শাকীক্ব বিন ইবরাহীম বলখী আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের যে তিনটি শর্ত বলেছেন, সেখানকার তৃতীয়টি হলো, শরীরে নেয়ামত থাকাবস্থায় নেয়ামতদাতার অবাধ্যতা না করা, তাঁর আনুগত্য করা। ভাষার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালনের অন্যতম একটি অঙ্গন হলো, দা'ওয়াতী কাজের অঙ্গন। ভালো কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ শীর্ষক ইবাদত পালনের একটি ক্ষেত্র এই ভাষা।

একজন মুসলিমের মননে যখন দাওয়াতী চেতনা আর সচেতনতা তৈরি হয়, তখন সে উপলব্ধি করে, মাতৃভাষার কাজ শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ-ই নয়। বরং এটা দাওয়ার কাজেরও অন্যতম মাধ্যম। মাতৃভাষায় দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব সেই আয়াত থেকেও অনুভূত হয়, যে আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, সকলকে তাদের সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছি"। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ভাষা চর্চার একটি দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় এই আয়াত থেকে।

দাওয়াতী কাজের জন্য ভাষা চর্চার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দাওয়াতী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভাষা চর্চা করা, বাংলা ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করা একটি আমলে ছালেহ বা সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য। অবশ্য লক্ষ্য আর নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখার সাথে সাথে পদ্ধতি ও পন্থাও সঠিক হতে হবে। তাছাড়া মুমিনকে উৎসাহিত করা হয়েছে তার সকল কাজ নিখুঁতভাবে করতে। হাদীসে বলা হয়েছে, "সবল মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম"। (সহীহু মুসলিম)।

অক্ষর, শব্দ আর বাক্য সবকিছু অত্যন্ত পরিপাটি করা মুমিনের কাজ। ভাষা প্রয়োগে বিশুদ্ধতা মুমিনের বৈশিষ্ট। সাহাবিগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের ভাষার সাহায্যে শুধু দৈনন্দির যিকির করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন- এমনই নয়। বরং তাঁরা তাদের মাতৃভাষায় –আরবী ভাষা– দৈনন্দিন কাজকর্মও সম্পন্ন করতেন।

হাদীসে দেখা যায়, দৈনন্দিন কাজকর্মেও উপযুক্ত শব্দচয়ন আর ভাষার বিশুদ্ধতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে উৎসাহিত করেছেন। প্রবেশ করা বা ঘরে ঢোকা অর্থে আরবী ভাষায় 'ওলাজা' শব্দটি চলে। কিন্তু তা প্রমিত বা অধিক উপযুক্ত নয়। বরং প্রমিত হলো, 'দাখালা'। একবার এক সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে রাসূলের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, (ওলাজা থেকে) 'আ-আলিজু?'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তুমি 'আ-আদখুলু' বলো। এভাবে রাসূল সাহাবির দৈনন্দিন কাজে ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগও শিখিয়েছেন।

সাহাবিগণও ভাষা প্রয়োগে ভুল হলে শুদ্ধ করে দিতেন। মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবার একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হলো, 'মান কানা ইউআল্লিমুহুম ও ইয়াদরিবুহুম আলাল লাহনি'। অর্থাৎ সন্তানকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং ভুল হলে শাসন করা প্রসঙ্গ। এ অধ্যায়ে সহীহ সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে, কথাবার্তায় লাহন বা ভাষাগত ভুল হলে তিনি সন্তানদের শাসন করতেন। তদ্রূপ "শুআউল ঈমান" নামক হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকেও অনুরূপ বিষয় বর্ণিত আছে। (খণ্ড ২ পৃষ্ঠা, ২৫৮)

বুঝা গেলো, দৈনন্দিন জীবনেও একজন মুমিনের ভাষা শালীন ও বিশুদ্ধ হওয়া কাম্য। মাতৃভাষা যা-ই হোক, তার বিশুদ্ধতা শরীয়াতে কাম্য। দৈনন্দিন কাজে ভাষা প্রয়োগের এতো যত্ন হলে, দাওয়াতী কাজে ভাষার বিশুদ্ধতা আর প্রায়োগিক শুদ্ধতা তো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা প্রয়োগে বিশুদ্ধতা চর্চা ছাড়া সম্ভব না। তাই বাংলা ভাষা চর্চা করা, বাংলা সাহিত্যে অগ্রগতি আর উন্নতি করার চেষ্টাও একটি নেক আমল। শর্ত হলো, নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে এবং পদ্ধতিও শুদ্ধ হতে হবে।

বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি। কয়েকটি ক্ষেত্রে নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা বিনিয়োগ করতে পারি।

১. বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলা ও লেখা

সবসময় কথা বলার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করবো। লেখবো বিশুদ্ধ বাংলায় । আমাদের লেখা ও বলার ভাষায় প্রায়োগিক বিশুদ্ধতা আনবো।

২. ইসলামী চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষায় ব্যপক করবো। ইসলামের সকল বিষয় শুদ্ধ বাংলায় লিখে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবো। ইসলামী বিধানগুলো বাংলায় রুপান্তর করবো। বাংলা ভাষাতেই যেন ইসলামের যাবতীয় বিষয় বাঙগালি পড়তে পারে, সেই চেষ্টা করবো। সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা আর গল্পে ইসলামী নীতিমালা ছড়িয়ে দিবো। এটাকে বাংলা ভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ইসলামী লিটারেচার দিয়ে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করতে হবে। এর সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

৩. কিছু মানুষকে বাংলা ভাষার কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার প্রাণপণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটা আলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ও বাংলা ভাষারও প্রয়োজন। বাংলা ভাষার শোধন, সংস্কার ও সমৃদ্ধির জন্য এ কাজ আবশ্যকীয়। বাংলা ভাষায় রূহ ও রূহানিয়াত এবং প্রাণ ও প্রাণময়তা সৃষ্টির জন্য এমন কিছু মানুষকে প্রাণপণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, যারা সমুন্নত চিন্তা-চেতনা এবং পবিত্র রুচি ও আদর্শের অধিকারী। এটাকে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষার শোধন ও সংস্কারের দিক। আবুল হাসান আলী মিয়া নদবী রহিমাহুল্লাহু বাংলা ভাষি দায়ীগণকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের কে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, উন্নত স্তরের বাংলা ভাষা চর্চার তাওফীক দান করেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী নীতিমালা প্রচার ও প্রসার করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

লেখক ও অনুবাদক

ভাষার বৈচিত্র্যে আল্লাহর নিদর্শন

রাশেদ নাইব

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে মাধ্যম ব্যাবহার করে কথা বলে মূলত সেটাই হলো ভাষা। কখনো কখনো ভাষা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যে নবজাতক নিজ হাতে কিছু খাওয়ার শক্তি রাখে না, এমনকি শক্ত খাবার গ্রহণ করার সেই সক্ষমতাও রাখে না, আধো আধো বুলি দিয়ে সে শিশুই খুব দ্রুত ভাষাকে রপ্ত করে ফেলে। তার মধুমাখা ভাঙা ভাঙা শব্দে জয় করে কঠিন যোদ্ধার মন। মহান আল্লাহ তাঁর এই আমূল নিয়ামতের কথা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন।

তিনি বলেন___

অর্থ : পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।' (সুরা : আর-রহমান, আয়াত : ১-৪)

পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারের বেশি ভাষা রয়েছে। এশিয়ায় প্রচলন আছে দুই হাজার ২০০ ভাষার।

এর মধ্যে শুধু ভারতবর্ষে ব্যাবহার হয় ১৫০ এর চেয়েও বেশী ভাষা। বিশ্বে এমনও কিছু মানুষ আছে, যারা পাখির ভাষায় কথা বলে! কথ্য বা লেখ্য ভাষার সাংকেতিক সংস্করণ হিসেবে শিস দিয়ে যোগাযোগ করে। এই শিস ভাষা আবার শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু আওয়াজ নয়, বরং বেশ কাঠামোবদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত।

পৃথিবীতে প্রায় ৭০টি স্বীকৃত শিস ভাষা নথিভুক্ত আছে, যাদের বেশির ভাগই প্রায় বিলুপ্তির পথে। কম্পাঙ্কের তীক্ষ্ণ তার দরুন শিসের আওয়াজ সহজেই আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ধরতে পারে। এমনকি চার কিলোমিটার অবধি পৌঁছাতে পারে এই আওয়াজ। তাই বিস্তীর্ণ ক্ষেতসমৃদ্ধ কৃষিজীবী জনপদের আন্ত যোগাযোগে এ ভাষা বেশি প্রচলিত।

মরক্কোর অ্যাটলাস বা হিমালয়ের পার্বত্য জনপদ, লাওসের মালভূমি, ব্রাজিলের আমাজন, এমনকি খরাবিদীর্ণ ইথিওপিয়ায়ও মানুষ শিসের সাহায্যে যোগাযোগ করত। গ্রিক পরিব্রাজক হেরোডটাস স্বয়ং ইথিওপিয়ান শিস ভাষার সাক্ষী। তাঁর কাছে এ ভাষা ছিল 'বাদুড়ের কিচিরমিচির'-এর মতো। তুরস্ক, স্পেন, গ্রিসের প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চলে আজও কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে পাখির ভাষা। ভাষার বৈচিত্র্য মহান আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশেষ নিয়ামত। পবিত্র কোরআনে
মহান আল্লাহতালা ইরশাদ করেন 'আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।
(সুরা : রুম, আয়াত : ২২)

ভাষা মানবজীবনের সুন্দরতম দিক। এর মাধ্যমে বিকশিত হয় মানুষের ব্যক্তিত্বের শোভা ও সৌরভ। মহান আল্লাহ তাঁর আসমানি কিতাবগুলো বিভিন্ন ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। যেমন—দাউদ (আ.)-এর গোত্রের মাতৃভাষা ছিল ইউনানি। তাই 'জাবুর' ইউনানি বা অ্যারামাইক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। এভাবেই তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে হিব্রু ভাষায়। ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে ইউনানি বা গ্রিক ভাষায়। আর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতৃভাষা আরবি ভাষায়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি প্রত্যেক রাসুলকে স্বজাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়। (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত :০৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায়, মাতৃভাষা মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণেই মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী (আ.)-দের তাঁদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। মাতৃভাষায় আল্লাহর দিকে আহ্বান করলে মানুষ তা খুব সহজেই গ্রহণ করবে। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের টান স্বভাবগত। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করার জন্য মানুষ জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। যার প্রমাণ আমরা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ দেখতে পেয়েছি ১৯৫২ সালের ০৮ ই ফাল্গুনেই। সেখানে আমাদের সোনার ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলা চেয়ে রাজপথে তাজা রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছে।তবুও মাতৃভাষাকে অর্জন করেছে।

তাইতো কবি তার কবিতার ভাষায় বলে থাকেন।
একুশ মানে ভাষার জন্য বিসর্জন করা প্রাণ,
একুশ মানে বয়ে যাওয়া তাজা রক্তের ঘ্রাণ।

প্রত্যেক নবী নিজ নিজ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষাভাষী।' একইভাবে পবিত্র কোরআনে হজরত মুসা (আ.)-এর ভাষ্যে হজরত হারুন (আ.)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে, 'আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী, তাই তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৩৪)

নিঃসন্দেহে এসব আয়াত ও হাদিস মুসলিম জাতিকে মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান এবং তার আন্তরিক চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বরং নির্দেশ প্রদান করে।

তাই আমাদের সবার উচিত বিশুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করা।
বাংলা ভাষা খুবি চকমৎকার ভাষা। সাবলীল ভাষায় মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। সন্তানদের এমন পরিবেশ উপহার দেওয়া, যেখানে তাদের শব্দভাণ্ডারে কোনো অশ্লীল, কুফরি ও অকৃতজ্ঞতার শব্দ স্থান পাবে না। জ্ঞান অর্জন ও দাওয়াতি কার্যক্রমের জন্য বিদেশি ভাষা শিখতেও আপত্তি নেই। এ বিষয়টিকে ইসলাম নিরুৎসাহ করেনি। রাসুল (সা.) হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-কে ইহুদিদের 'ইবরানি' ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র ১৫ দিনে তা আত্মস্থ ও কণ্ঠস্থ করে ফেলেন।

তবে বিদেশি শব্দের অতিপ্রয়োগ যেন নিজের মায়ের ভাষাকে বিকৃত করে না দেয়। ভাষা বিকৃতি ও মিশ্রকরণের কুপ্রভাব সমাজের সব স্তরেই দিন দিন বাড়ছে। পরিবারে, পথেঘাটে, অফিসে, বাজারে—সবখানেই যেন দিন দিন এর জয়জয়কার চলছে। অতি বিদেশপ্রেম ও স্মার্টনেস যেন আমাদের অস্তিত্বই বিলীন করে না দেয়। পাশাপাশি কেউ যেন কারো আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে কাউকে ছোট না করে। কারণ সব ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টিকে তাচ্ছিল্য করার অধিকার কারো নেই।
সর্বপরি ভাষা মহান আল্লাহ'র অশেষ নেয়ামত।
আমরাও সেই নেয়ামতের যথার্থ ব্যাবহার করবো
ইন শা আল্লাহ।

সহকারী পরিচালক,
বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

ফেব্রুয়ারি: গৌরব ও চেতনার মাস

মুহা. সায়েম আহমাদ

রক্তস্নাত মাস ফেব্রুয়ারি মাস। এই মাস আমাদের গৌরবের, ঐতিহ্যের ও চেতনার মাস। প্রিয় মাতৃভাষার জন্য যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন তাদের প্রতি বাঙালি জাতি পুরো মাস জুড়ে ভালোবাসা জানাবে।

ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ফেব্রুয়ারি ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিরোধ। জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে দুর্বার আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন সালাম, রফিক, জব্বার, শফিক, বরকতসহ নাম না জানা আরো অনেকেই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমাদের এই প্রাণের ভাষা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পায় এবং আরো পায়

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা। সেই পথ ধরেই সূচনা হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন। একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জন্য যেমন শোকাবহ, ঠিক তেমনি গৌরবের। কারণ পৃথিবীর একমাত্র বাঙালি জাতি ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিয়েছেন। জীবন উৎসর্গ করেছেন মায়ের মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর সেজন্যই বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও স্বীকৃত। রক্ত দিয়ে বাঙালিরা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন করলেও, বাংলা ভাষার মর্যাদা করতে শিখিনি।

প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমরা কতটুকু তৎপর? আজ আমাদের মাতৃভাষার অবস্থানটা কোথায়? কোন স্তরে উপনীত হয়েছে? প্রশ্ন থেকে যায়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা এই শ্লোগানটি ছিলো ১৯৫২ সাল থেকে। কিন্তু আদৌ কি হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা? সর্বস্তরে বাংলা ভাষার চালু না হলেও এই মাসে সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় অনেক কথাবার্তা হবে। অনেক আলোচনা হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস চলে গেলে সকলে ভুলে যাবে সেই প্রতিশ্রুতির কথা।

ভাষা আন্দোলনের ৭০ তম বছরে পদার্পণ করেও ভাষার প্রতি পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিতে পারেনি আমরা। এই দায় কার? রাষ্ট্রের নাকি জনগণের? প্রশ্ন থেকে যায়।

আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলোর দিকে তাকালে বুঝা যায় বাংলা ভাষার কতটুকু মূল্যায়ন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার ব্যবহার হয় না। আর যদিও সেটা হয় তবে খুব কম। উচ্চ আদালতের রায় লেখা হয় ইংরেজিতে। অথচ বাংলায় রায় লেখার জন্য দাবি করেছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। বেসরকারি খাতেও বেশিরভাগ কাজে ব্যবহৃত হয় ইংরেজি। এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো কার্যক্রেম বাংলা ভাষার ব্যবহার নাই বললেই চলে।

শহর-বন্দর যেখানেই যান না কেন, ইংরেজি ভাষার (নামফলক) সাইনবোর্ড চোখে পড়ে আমাদের। রাজধানীতে সিটি কর্পোরেশন কোথাও এসব (নামফলক) সাইনবোর্ড উচ্ছেদে অভিযান চালালেও দু' একদিন পর থেমে যায়। এটাই কি আসলে আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা?

আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন বাড়ছে। ঠিক তেমনি বাড়ছে ইংরেজি মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করা আমাদের জরুরি। যেহেতু এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে অবশ্যই ইংরেজি ভাষার প্রতি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কোথাও কোথাও বাংলা বিষয়টি পড়ানো হয় না। তাহলে মাতৃভাষার মর্যাদা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকলো কোথায়?আমাদের ইংরেজী মাধ্যম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মর্যাদা, ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে কীভাবে? প্রশ্ন থেকে যায়।
আমরা প্রতি বছর ২১'শে ফেব্রুয়ারি আসলে প্রভাতফেরি করি। খালি পায়ে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর রচিত,
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো,
একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি"
গানটি গেয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি।

এর পরে আমরা তাদের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই তাদের জীবন উৎসর্গের কথা। ভুলে যাই একুশের চেতনার কথা। সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতরা কি এজন্য জীবন দিয়ে গেছেন?

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়ই দেখা যায়, দৈনন্দিন কথোপকথনের সময় আমারা বাংলা ভাষাকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করি। কথার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছি। যা আমরা বাংলিশ নামে পরিচিত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। আধুনিকতার নামে বাংলা ভাষার বিকৃত করা আমাদের যেন এক ধরনের নেশা হয়ে গেছে।

তৎকালে পাকিস্তানি শাসকগণ উর্দু হরফে বাংলা লিখতে প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন আমরা তা মেনে নেয়নি। কিন্তু বর্তমানে আমরা নানা প্রযুক্তির মাধ্যমে রোমান তথা ইংরেজি হরফে বাংলা তথ্য আদান প্রদান করছি। যার ফলে ভাষা শহীদদের প্রতি আমরা কেবল লজ্জাই দিচ্ছি। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ভাষাবিকৃতির আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি ভাষার বিশ্বব্যাপী প্রসারের বিপুল সম্ভাবনাও রয়েছে। সেটি আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি তা নীতিনির্ধারকদের ভাবতে হবে। আর এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রচষ্টায় আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম এক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত পাবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন শহরের দোকানপাট গুলোতে নামফলক (সাইনবোর্ড) বাংলায় লেখা ছিল। সময়ের সাথে সব কিছু যেমন পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটেছে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের সকল স্তরে ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ভাষার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। আর এটা শুধু ফেব্রুয়ারী নয় বরং এই দেশ রবে যতদিন ততদিন এই ভালোবাসা থাকবে ভাষার প্রতি। ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই জন্যই বাংলার সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করে ভাষার বিকৃতি রোধ করতে হবে। তাই আসুন বাংলা ভাষাকে ভালবাসি, দেশকে ভালোবাসি। আর এই চেতনার মাসে এই বোধ জেগে উঠুক সবার প্রাণে।

কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও উপদেষ্টা_ নবীন কণ্ঠ

ভাষা সৃষ্টির ইতিকথা

মোহাম্মদুল্লাহ আহনাফ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছে হল, দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করবেন। যেন তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে এবং সদা তাঁর ইবাদাতে নিজেদের মগ্ন রাখে। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির আগেই মানুষদের শিক্ষাদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকেন।যদিও আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি থেকে বেনিয়াজ বা অমুখাপেক্ষী; তারপরও আমাদের অহংকার দূর করার লক্ষেই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করে যে, তোমরাও কোনো কাজ করার আগে ছোট হোক বা বড় সবার সাথেই পরামর্শ করতে দ্বিধা করো না।

আল্লাহ তায়ালা আদম আ.-কে সৃষ্টি করে ফিরিশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন। সাথে সাথে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধির জন্য কিছু বস্তুও উপস্থিত করলেন, এবং ফিরিশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, এগুলোর নাম বল– ফিরিশতাদের উত্তর ছিল, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো অন্য কোনো বিষয়ের উপর জ্ঞানই নেই। তখন আল্লাহ আদমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, উপস্থিত বস্তুগুলোর নাম বলার জন্য–যা তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।
তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'হে আদম! ফিরিশতাদেরকে এ সব বস্তুর নাম বলে দাও।' অতঃপর যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি.....। (সূরা বাকারা: আয়াত ৩১-৩৪)

উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদম বা আদম সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা দুইভাবে সম্মানিত করেছেন। প্রথমত ভাষাজ্ঞান তথা বস্তুর নাম শিখিয়ে তা তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়ে। আর দ্বিতীয়ত সম্মানিত করেছেন ফিরিশতা কর্তৃক আদম আ.-কে সিজদা করিয়ে।

আদম আ. যখন ফিরিশতাদের সামনে ও-ই সমস্ত বস্তুর নাম বলে দিলেন তখন একথা স্পষ্ট যে, তিনি তা মুখ দিয়েই উচ্চারণ করে বলেছেন। কোনো প্রকার ইশারা বা ইঙ্গিতে নয়। আর মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক প্রত্যেকটা শব্দ বা বাক্যেকেই ভাষা বলে।

বিভিন্ন ভাষাবিদগণ ভাষার হরেক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন।

★বাগযন্ত্রের সাহায্যে তৈরিকৃত অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেই ভাষা বলে। এখানে বাগযন্ত্র হলো গলনালি, মুখবিবর, কন্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদির সমাবেশ।

আরো সহজভাবে, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কন্ঠনিঃসৃত বা মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কতগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়।

★ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা"

★ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযেন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে"

সুতরাং আদম আ. এর ঘটনা দ্বারা অনুধাবন হল যে, মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ভাষা সৃষ্টি করেছেন। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ চলতে ফিরতে প্রয়োজন হবে একে অপরের ভালো-মন্দের খোঁজখবর নেয়ার, মনের ভাবপ্রকাশ করার। আর খোঁজখবর নেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল, কথার মাধ্যমে একে অপরের হালচাল সম্পর্কে অবগত হওয়া।

কিন্তু বর্তমান সময়ের কিছু ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার উৎস নিয়ে বিভিন্ন মত দিয়েছেন যা নিতান্তই অবাস্তব। ভাষার উৎপত্তি নিয়ে যেসব বিতণ্ডা হয়েছে, সেগুলো হয়েছে নিতান্তই কোরআনিক শিক্ষা অগ্রাহ্য করার কারণে। এ বিষয়ে কোরআন তো বহু আগেই মীমাংসা করে দিয়েছে যা আমরা উপরোক্ত আয়াতে আলোচনা করেছি।

কাজেই ভাষার ইতিহাস মানব ইতিহাসের সমসাময়িক। ভাষাজ্ঞান নিয়েই মানুষের জন্ম হয়েছে, এটা কোরআনের বক্তব্য। এ বক্তব্য অকাট্য, সুনির্দিষ্ট ও শাশ্বত। সুতরাং আদি মানব আদম আঃ থেকে নিয়ে বংশপরম্পরায় তাঁর সন্তানদের মধ্যে ভাষার বিকাশ হতে থাকে। সে হিসেবে বলা যায়, একসময় পৃথিবীর মানুষ অভিন্ন ভাষায় কথা বলত। তখন ভাষা ছিল মাত্র একটি। কালক্রমে মানুষের চিন্তা ও রঙের বৈচিত্র্যের মতো ভাষাবৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। সেই উদ্ভাবনী ক্ষমতাও মহান আল্লাহ দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে।' (সুরা : রুম, আয়াত : ২২)

ভাষার জরিপ প্রকাশকারী সংস্থা অ্যাথনোলোগের সর্বশেষ তথ্য মতে, পৃথিবীতে মোট সাত হাজার নিরান্নব্বইটি ভাষা বর্তমানে চলমান। ভাষার শুরুটা কীভাবে হয়েছে, কীভাবে এতগুলো ভাষার জন্ম হয়েছে, কীভাবে ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটেছে, এ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের বিরোধের অন্ত নেই।

সূত্র–the descent of man, and selection in relation to sex, 2 vols. london : murray, p. 56.

ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি নিয়ে প্রধান দুটি তত্ত্ব সুবিদিত।
এক. অবিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব বা Continuity theories. সেটি হল, 'ভাষার বিষয়টি এত জটিল যে তার চূড়ান্ত প্রকৃতি বিষয়ে কল্পনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এটি পূর্বপুরুষদের থেকে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে।'
দুই. বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব বা Discontinuity theories. এ তত্ত্ব আগেরটির বিপরীত। অর্থাৎ 'ভাষা এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, মানুষ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায় না। মানবীয় বিবর্তনপ্রক্রিয়ার কোনো একসময়ে একবারেই হঠাৎ ভাষার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।' এমন ধারণা নৃবিজ্ঞানীদেরও। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাষার উৎপত্তির ঘটনা ইতিহাসে একবারই ঘটেছিল, একাধিকবার নয়। বিশ্বের সব জায়গায় প্রচলিত মানব ভাষাগুলোর মধ্যে গাঠনিক সাদৃশ্য এই অনুমানের ভিত্তি।

বহু শতাব্দী ধরে লেখালেখি হচ্ছে, কিন্তু ভাষার পরিবর্তনশীলতার জন্য প্রাচীন ভাষাগুলোর উৎসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই বললেই চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হতো, প্রাকৃতিক ধ্বনি থেকে ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর যথার্থ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এবং এ থেকে যে তত্ত্বগুলো তৈরি করা হয়েছিল, তা-ও ছিল মনগড়া ও হাস্যকর। বলা হয়ে থাকে, সর্বপ্রথম প্রাণী ও পাখির আওয়াজ থেকে ধ্বনি তৈরি হয়েছে। এ তত্ত্বের নাম 'ওউ-ভৌ' (wow-Bow) তত্ত্ব। এ তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন জার্মান লেখক ও দার্শনিক Johann Gottfried Herder (জুহান গটপ্রেড হার্ডার (.)
★কারো কারো মতে, মানুষের আনন্দ, বেদনা ও আবেগ অনুসৃত ধ্বনি থেকে ভাষার জন্ম। এটা হলো 'পুঃ পুঃ' (Phoo-phoo) তত্ত্ব।
★মুইলরের মতে, বস্তুর প্রাকৃতিক বুদ্বুদ বা আওয়াজ থেকে পাওয়া ধ্বনি থেকে ভাষার জন্ম। এটা 'ডিঙ-ডঙ' (Ding-dong) তত্ত্ব।

এ ছাড়া রয়েছে 'ইউ হে হু' (Yo-he-ho) তত্ত্ব। সেটি হলো, মানুষের যৌথ কায়িক কসরতের পরিণতিতে ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কায়িক প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করার সময় যে আওয়াজ বের হয়, তা থেকে ভাষার জন্ম। সূত্র–The Origin of Language. pp. 7-41.

বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি এ সম্পর্কে একটি অভিমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। ভাষা মানুষের সৃজনী চেতনার সঙ্গে যুক্ত।'

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় আদি ভাষা থেকে সব ভাষার উৎপত্তি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ৩৫০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে এ ভাষার জন্ম হয়। তবে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।

ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে এত জটিলতা থাকার কারণেই ১৮৬৬ সালে প্যারিসের ভাষাতাত্ত্বিক সমিতি Linguistic Society of Paris ভাষার উৎসসংক্রান্ত যেকোনো গবেষণাপত্র পাঠে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আজও বেশির ভাগ ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার উৎস সম্পর্কে কথা বলতে তেমন আগ্রহী নন, কেননা তাদের মতে ভাষার উৎস নিয়ে যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত এতটাই কল্পনাপ্রসূত যে এগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আকার-ইঙ্গিতের নির্বাক অথবা প্রাক-ভাষা থেকে অন্তত একবার মৌখিক ভাষার জন্ম হয়। এমন ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু এর বেশি কিছু জানা যায় না। বরং বলা হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেসব জায়গায় অক্ষমতা প্রকাশ করেছে, ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক গবেষণা তেমনই একটি স্পর্শকাতর জায়গা।
সূত্র—H. Christiansen, Language evolution. Oxford University Press. pp. 77-93

তবে চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁদের মতে, শিশুর ভাষার বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভ থেকেই। তখন থেকেই সে শব্দের প্রতি সচেতন হয়। এ সময় উচ্চারণ করতে না পারলেও মা-বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও বুঝতে চেষ্টা করে এবং শব্দভাণ্ডারে শব্দ সঞ্চয় করতে থাকে। তাদের মতের সপক্ষে দলিল হল, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমনভাবে বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সুরা : নাহল, আয়াত : ৭৮)

মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ পরস্পর ভাববিনিময় করতে পারে। তারা পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ন্যায়-অন্যায় বোধের জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর এ যোগ্যতা নেই। ইরশাদ হয়েছে, ‘তিনিই (আল্লাহ) মানুষকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।’
(সুরা : আর-রাহমান, আয়াত : ৪) ভাব প্রকাশের মৌখিক পদ্ধতি ছাড়াও রয়েছে লিখিত পদ্ধতি। সে পদ্ধতিও আল্লাহর শেখানো। আল্লাহ বলেন, ‘পড়ো, তোমার প্রভু মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।’ (সুরা : আলাক, আয়াত : ৩-৪)
"তথ্য সূত্র–"ভাষা যেভাবে জন্ম নিয়েছে" মাওলানা কাসেম শরীফ"

সহ-সম্পাদক, 'নবীন কণ্ঠ'

মাতৃভাষার অপব্যবহার

তাওসীফ আহমেদ

তিনটি সংগ্রামী শব্দ_'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। সে' আন্দোলনের দিনটি কখনো ভুলবার নয়। ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি —১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার সঠিক ব্যবহার করা ও মানবসেবায় ভাষার চর্চার আবির্ভাব প্রকাশ করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজসহ সব প্রতিষ্ঠানে এর যথার্থ ব্যবহার করা ও এই ভাষাকে উন্নত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া। সর্বোপরি বাংলার সর্বোচ্চ এই ভাষাকে ছড়িয়ে দেয় রফিক সালাম দের উদ্দেশ্য ছিল। আর সে জন্য-ই আমাদের ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

দিনটি ছিল—১৯৫২ সাল ২১শে ফেব্রুয়ারী। বাঙালি জাতি কেবল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় শতশত বাঙালিকে দিতে হয়েছে তিন বাক্যের সংবরণের প্রায়শ্চিত্ত। তা হলো_ 'রক্ত ও শহীদি মৃত্যু।'

রক্ত ও শহীদি মৃত্যুর সাথে জীবন বিপন্ন করেছেন অনেক দামাল সাহসী সন্তান। তন্মধ্যে — রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ অনেকে। তাদের শহীদ মৃত্যু এবং রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাভাষা। তাদের রেখে যওয়া অবদান আমরা অনায়াসে ব্যবহার করছি। বলা চলে, সঠিক ব্যবহার নয় বরং অপব্যবহারের প্রচলন হচ্ছে সমসময়ে।

নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও মানবসভ্যতার অপব্যবহারের পাশাপাশি আমরা হারিয়ে ফেলেছি বাংলাভাষার বাস্তবতার অবস্থানকে। মনগড়া 'বাক্য' গঠন আর মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বিলীন হচ্ছে। যা একজন বাঙালির জন্য কোনোভাবে-ই কাম্য নয়।

আধুনিক সভ্য সমাজে নির্যাতন- নিপীড়ন, গণহত্যা, ধর্ষণ, পাশাপাশি চলছে মাতৃভাষার অপব্যবহার।

এই বাঙালি জাতি যদি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অবদানকে ভুলে যায় তাহলে তাদের ধারায় সম্ভব মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে একাধিক মানুষের স্বপ্নকে রাস্তার ধুলোয় মিশে দেওয়া।

শুধু সুন্দর, সাবলীল মাতৃভাষা জানলেই হবে না বরং তা মাতৃভূমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে সাধারণ মানুষের মুখভরা হাসিতে। সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে মাতৃভাষার অধিকারকে এবং মাতৃভাষার অপব্যবহার করাকে নিন্দা প্রতিবাদ জানাতে হবে। কেননা বাঙালির মাতৃভাষা এক অমূল্য সম্পদ। আর তখনই ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাতৃভাষার সঠিক প্রয়োগ হবে বলে আশা রাখা যায়।

শিক্ষার্থী ও লেখক

মাতৃভাষা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান

আব্দুর রশীদ

পৃথিবীতে হরেক রকম ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু, ভাষার মাঝে মাতৃভাষার আলাদা গুরুত্ব, ভালোবাসা, অনন্য অনুভূতি। এটি দ্বিধাহীন মনের কথা প্রকাশের অনন্য উপায়। নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে গর্ব করে মহানবী (সা.) বলেন;
'আরবদের মধ্যে আমার ভাষা সর্বাধিক সুললিত। তোমাদের চেয়েও আমার ভাষা অধিকতর মার্জিত ও সুললিত। কারণ আরবের সবচেয়ে মার্জিত ভাষার অধিকারী সাদিয়া গোত্রে আমি বড় হয়েছি। তাঁদেরই কোলে আমার মুখ ফুটেছে। তাই আমি সর্বাধিক সুললিত ভাষা আত্মস্থ করেছি।' (আল-মুজাম, হাদিস: ২৩৪৫)

১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার জন্য তরুণদের বিসর্জন দিতে হয়েছিল দেহের তাজা রক্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই একমাত্র ইতিহাস হয়ে রয়েছে। এই মাতৃভাষাকে ভালোবাসাও রাসূল(স.)-এর সুন্নাত। কিন্তু, মাতৃভাষা বাংলার জন্য যে উৎসর্গ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ও ভালোবাসা দিন দিন যেন ব্যাহত হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে নিজ ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও নিজ ভাষার চর্চা।

পর ভাষার উপর যেভাবে পারদর্শিতা ও দক্ষতার ডিগ্রী নেওয়া হয় গুরুত্বের সাথে, মাতৃভাষার উপর কী তা নেয়া হয়! প্রশ্ন থেকেই যায়। ফলে দিন দিন সংযুক্ত হচ্ছে বাংলা ভাষার মাঝে বিদেশী ভাষার শব্দমালা। এর ফলে ভাষার অনন্য হারিয়ে সৌন্দর্যহানি হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত।

এমনকি অনেকে তো মাতৃভাষাকে নিজ গায়ে ভাষায় বলতেও সংকোচ বোধ করে। অথচ মাতৃভাষা আয়ত্বের প্রথম ধাপটা পার করতে হয়েছে গায়ে ভাষা অর্জনের মধ্য দিয়ে। আর বাংলা ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য হল জেলা ও অঞ্চল ভিত্তিক ভাষার ভিন্নতা। এটাও কেবল রবের দেওয়া বৈচিত্র্য। অতএব, মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অপর ভাষাকে শ্রদ্ধা করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা প্রতিটি ভাষা কেবল মহান আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন। এতে কারো ভুল ধরা, ব্যঙ্গ করা ও ঠাট্টা করা কখনো সমীচীন নয় এবং তা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ বলেন, 'করুণাময় আল্লাহ! তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানবপ্রাণ। তাকে শিখিয়েছেন ভাষা-বয়ান।' (সুরা আর-রাহমান: ১-৪)

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার এবং সঠিকভাবে এর মর্যাদা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

শিক্ষার্থী, সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রাম

ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা

মুফতী শরীফুল ইসলাম নাঈম

মনের ভাব প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ একটি মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। যে নিআমত মানুষকে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীকে ভাষা দেওয়া হয়নি। ওরা বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে। ইরশাদ হয়েছে, দয়াময় আল্লাহ। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করে তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। (রহমান:১-৪)

২০১৯ এর গবেষণা অনুযায়ী পৃথিবীতে ৭১১১ টির মত ভাষা রয়েছে। একই ভাষায় অনেক বৈচিত্র্যও রয়েছে। উদাহরণত বাংলাদেশের নোয়াখালী বা সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা অন্য জেলার মানুষেরা বুঝতে পারে না। এসবই আল্লাহ তাআলার পরিচয়ের একেকটি নিদর্শন। ইরশাদ হয়েছে , আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আসমান , জমিনের সৃষ্টি ও তোমাদের ভাষা ও গায়ের রংয়ের বৈচিত্র্যময় হওয়া। নিশ্চয় এগুলোতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা নেওয়ার উপকারণ রয়েছে। (রুম:২২)

যে কোন বিষয় মানুষের সামনে স্পষ্টাকারে তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বক্তৃতা । এখানেও বিশুদ্ধতা জরুরী। ভাষার বিশুদ্ধতা না থাকলে শিক্ষিত শ্রেণী কথা শুনতে চায় না। মানতে চায় না। এ জন্যেই হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যখন ফিরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হল তখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত হারুন আ: কে সহযোগী হিসেবে চেয়েছিলেন, যেন তিনি ফিরআউনের কাছে সুন্দর ভাবে দাওয়াত উপস্থাপন করতে পারেন। কেননা হারুন আ: ছিলেন মূসা আঃ এর তুলনায় বিশুদ্ধভাষী। ইরশাদ হয়েছে, (মূসা আঃ বললেন) আর আমার ভাই হারুন যে আমার চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী তাকে আমার সহযোগী হিসেবে পাঠান, সে আমাকে সত্যায়ন করবে। আমি আশংকা করছি , তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। (কাসাস:৩৪)

বিশুদ্ধ সাজানো গোছানো বক্তৃতা এক প্রকার যাদুর মতো। এটা মানুষের মধ্যে আশ্চর্যরকম প্রভাব ফেলে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় কিছু বয়ান যাদুকরী। (আবু দাউদ:৫০০৭)
এ জন্যই তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে মাতৃভাষায় পারদর্শী করে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, আমি প্রত্যেক নবীকে তাঁর মাতৃভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি যেন উম্মতের কাছে হুকুম আহকাম সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন আর যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন। (সূরা ইব্রাহীম:৪)

এ জন্যই তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে মাতৃভাষায় পারদর্শী করে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, আমি প্রত্যেক নবীকে তাঁর মাতৃভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি যেন উম্মতের কাছে হুকুম আহকাম সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন আর যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন। (সূরা ইব্রাহীম:৪)

একটা সমাজ বা সভ্যতায় বিপ্লব ঘটাতে হলে লেখনীর প্রভাব স্বীকৃত। বক্তৃতার তুলনায় লেখনীর প্রভাব আরো ব্যাপক। কারণ বক্তৃতা হয় কয়েক ঘন্টার আর লেখনী স্হায়ী থেকে যায়। এর থেকে যুগ যুগ ধরে মানুষ উপকার নিতে পারবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের হাজারো বই আমাদের সামনে রয়েছে, যেগুলো থেকে আমরা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছি এগুলো আমাদের বহু আগের লেখকগণ লিখে গিয়েছেন। লেখনী না থাকলে জ্ঞানের অনেক দ্বার আমাদের সামনে উন্মোচন হতো না। প্রবাদ আছে, জানার মানে আয়ত্বে আনা আর লেখনীর মানে সেটাকে আবদ্ধ করা। অর্থাৎ জানা জিনিসটা লিখে রাখলে সেটা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
তবে লেখা গ্রহণযোগ্য হতে হলে অবশ্যই তা বিশুদ্ধ বানান ও সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ হতে হবে। না হলে মানুষ সেটা গ্রহণ করবে না।

অন্য দেশীদের চেয়ে বাঙালীদের জন্য মাতৃভাষা জিনিসটা অন্যরকম। কারণ পৃথিবীতে মাত্র এই একটা জাতি মাতৃভাষা রক্ষার জন্য রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য মিছিল করতে গিয়ে রফিক সালাম বরকতসহ কিছু যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ভাষার প্রতি এই আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে গিয়ে সেই দিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর এই দিবস জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু যেই ভাষার জন্য এতো কিছু সেই ভাষার তারিখানুযায়ী এই দিবস পালন করা হয় না। পালন করা হয় ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী। এটা চরম দ্বিচারিতা। এটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জার। ভাষাদিবস পালনকারী অধিকাংশ মানুষ জানেন না যে, ১৯৫২ সালের সেই দিনটি ছিল ৮ ই ফাল্গুন।
তাছাড়া স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আজও পর্যন্ত অফিস আদালতের সমস্ত লেখালেখি হয় ইংরেজিতে। আদালতের রায়গুলো বাংলায় লেখার দাবী একবার উঠেছিল। কিছুদিন পর সেই দাবী চেপে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি পালনে যারা বেশি অগ্রগামী তাদের অধিকাংশের কথায় ইংলিশ শব্দের ব্যবহার বেশি হয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা ইংলিশ শব্দের ব্যবহারকে তারা ফ্যাশন মনে করে। অথচ বাংলাভাষায় তাদের কোন দক্ষতা নেই। অনেক শব্দ তারা ইংলিশে বলতে পারে কিন্তু বাংলায় তার প্রতিশব্দ জানে না। ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা এর বেশি শিকার। এটা কিন্তু জাতি হিসেবে মেরুদন্ডহীনতার আলামত।

তাই ভাষার জন্য কোন দিবস পালন যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশুদ্ধ খাঁটি বাংলায় অভ্যস্ত হওয়া। এটাই একুশের মৌলিক চেতনা, মূল দাবী। এ দাবীর সাথে একাত্মতা পোষণ করা সময়ের দাবী।

সুতরাং আসুন আমরা শুদ্ধ ভাষায় বলি, শুদ্ধ বানানে লিখি। শুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চা করি।

শিক্ষক ও লেখক

রক্তে কেনা আমার মাতৃভাষা

মুফতি আনিসুর রহমান

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার পরে মৌলিক যে সকল নিয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অকৃপণ দান হলো ভাষা।

ভাষা মনুষ্য পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়; কারণ, সব ভাষাই আল্লাহর দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা রুম: ২২)

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ভাবপ্রকাশের ভাষা রয়েছে, তা হলো- মাতৃভাষা।
তবে মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা এটা সাধারণ কথা। অন্যভাবে বলা যায়, শিশু যে দেশে জন্মগ্রহণ করে,যে দেশের ভাষা পরিমণ্ডলে সে বড় হয়ে ওঠে, সে দেশের ভাষাই তার মাতৃভাষা।

মাতৃভাষা বা স্বজাতীয় ভাষা এটা নবী-রাসুলদেরও একটি বৈশিষ্ট্য। তাই মাতৃভাষা চর্চা করা ও বিশুদ্ব ভাষায় কথা বলতে শিখা সুন্নাত।

আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন। তাঁদের ধর্ম প্রচারের প্রধান মাধ্যম ছিল দাওয়াত বা মহা সত্যের প্রতি আহ্বান। আর এর জন্য মাতৃভাষার কোনো বিকল্প ছিল না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সূরা ইবরাহিম: ৪)।

তবে যেহেতু সব মানুষ একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া আ.-এর সন্তান। অতএব সব মানুষ ভাই ভাই, তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। বর্ণবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য এবং ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করে না। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাক্বী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।' (সূরা হুজুরাত:১৩)

পৃথিবীতে মানব সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলো, বাড়তে থাকলো সমাজ ও রাষ্ট্র। অঞ্চল বেধে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি, আচার-কালচার সবকিছুতেই নতুন নতুন বিষয়ের আগমন ঘটতে শুরু করল। সে সূত্র ধরে আমরা হলাম "বাঙালী„ আমাদের মাতৃভাষা হলো' বাংলা।

বাংলা ভাষার ব্যবহার, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে থাকলেও আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ছিনিয়ে আনা এক অনন্য অধিকার।

তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি আমাদের ভাষার অধিকার কেঁড়ে নিতে চেয়েছিল। মরিয়া হয়ে উঠেছিল উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। তাদের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বাঙলা ভাষাভাষীরা গড়ে তুলেন তীব্র আন্দোলন। বাংলার আবাল-বৃদ্ধবণিতা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে মুখরিত করে তুলেন রাজপথ। এই দূর্বার আন্দোলনে শামিল হয়ে মায়ের ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করেন এদেশের বহু ছাত্র-জনতা।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাকস্বাধীনতা ও নিজ ভাষায় কথা বলার অধিকারের জন্য প্রাণ দেয় এদেশের সূর্য সন্তান সালাম,বরকত, রফিক ও জাব্বারদের মতো একদল দেশপ্রেমী মর্দে মুজাহিদ এবং নিরস্ত্র ছাত্র–জনতা।

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র আমরাই মাতৃভাষার জন্য রক্ত ও জীবন দিয়েছি। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের "ভাষাশহীদ দিবস" এবং বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে।
অতএব আমাদের সবার জন্য আবশ্যক ঐসকল ত্যাগী বীরশ্রেষ্ঠদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মা,মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, প্রিয় মাতৃভূমিকে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

লেখক, মুহাদ্দিস ও খতিব

ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব

নাজমুল হাসান সাকিব

ভাষা মনুষ্য পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হলো ভাষা। পৃথিবীতে ঠিক কতগুলো ভাষা আছে তা অনুমান করা খুব কঠিন। তবে ধারণাপ্রসূত বলা যায় এর সংখ্যা প্রায় ৩থেকে ৪হাজার হবে।

ঈথনোলোগ (ঊঃযহড়ষমঁব) নামের ভাষা বিশ্বকোষের ২০১৯ সালে প্রকাশিত ১৬ তম সংস্করণ মতে জীবিত ভাষার সংখ্যা প্রায় ৬৯০৯ । ঊইকিপিডিয়ার তথ্যমতে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৭৩৩০ ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এতগুলো ভাষার মধ্যে প্রত্যেক জাতির কাছেই নিজ মাতৃভাষা অতুলনীয়। মাতৃভাষার গুরুত্ব সব জাতির কাছেই আলাদা। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির লোক তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে তার মায়ের মত।

ইসলাম সব ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়। কারণ, সব ভাষাই আল্লাহর দান ও তার কুদরতের নিদর্শন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে, "আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র"। (সূরা রুম, আয়াত: ২২, পারা ২১)

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি -এ তিনটি শব্দ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পরম আবেগের। মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। ইসলামে মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভাষা আল্লাহর নিয়ামত সমূহের অন্যতম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।" (সূরা আর রহমান, আয়াত: ০৩-০৪, পারা: ২৭)

যুগে-যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলকে স্বজাতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য দান করে প্রেরণ করেছেন এবং সকল আসমানী কিতাব তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি প্রত্যেক রাসসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য... (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ০৪, পারা: ১৪)

পক্ষান্তরে যদি পবিত্র কুরআনুল কারীম মাতৃভাষায় অবতীর্ণ না করতেন তাহলে আরবের মূর্খ পণ্ডিতদের অবস্থা প্রসঙ্গে মহান প্রভু বলেন, "আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে তারা অবশ্যই বলতো ইহার আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য যে, কুরআন আজমী অথচ রাসূল আরবী। (সূরা হা-মীম সেজদা, আয়াত: ৪৪, পারা: ২৪

এছাড়া সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা উন্নত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ধর্ম প্রচারে শুদ্ধ ভাষা ও সুন্দর বর্ণনার প্রভাব অতুলনীয়। রাসূল সা. বলেন, "আনা আফসাহুল আরব"। অর্থাৎ-আমি আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। (মিশকাত শরীফ)

তাই বিশুদ্ধভাবে মাতৃভাষায় কথা বলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।
বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বাংলাদেশ সফরে এসে কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়ায় বলেন, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। এদেশের আলেম সমাজ নিতে হবে এই নেতৃত্ব'। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতা সূলভ আচরণ এদেশের আলেম সমাজের জন্য জাতি হত্যার ই নামান্তর।

শিক্ষক ও লেখক

মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব

আবু তালহা রায়হান

ভাষা আল্লাহর দান। মানুষের সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম মনের ভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তাকে ভাষা শিক্ষা দেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে শিখিয়েছেন কথা বলার ভঙ্গি।' (সুরা রহমান, আয়াত : ৩-৪)।

আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাকে ভাষা শিখিয়ে দেন। এবং ভাষা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই তাকে ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সেই ঘটনার অবতারণা করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'এবং তিনি আদম (আ.)-কে সব বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদম, এ জিনিসগুলোর নাম তাদের জানিয়ে দাও'। যখন সে এসব নাম তাদের বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি নভোমন্ডল ও ভূম-লের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ করো ও গোপন করো, আমি তাও অবগত?' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৩১-৩৩)।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের প্রতিটি জাতির মুখে আল্লাহ আলাদা ভাষা দান করেছেন। এই জাতিবৈচিত্র্য ও ভাষাভিন্নতা আল্লাহর অপূর্ব নিদর্শন। ইরশাদ হয়েছে, 'তার অন্যতম নিদর্শন হলো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা।' (সুরা রুম, আয়াত : ২২)।

আমরা গর্বিত বাঙালি। মাতৃভাষা বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার স্বীকৃতি আদায়ে আমরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইনি। তাই বাংলার প্রতি আমাদের রয়েছে অসীম মমত্ব। এই ভাষার উৎকর্ষ-উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে নিরন্তর।ইসলামের দৃষ্টিকোণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশে ইসলামের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন।

কোরআন-হাদিসের মহান বাণী প্রচারের জন্য প্রত্যেক দাঈর জন্য মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাই নিজের মাতৃভাষায় আল্লাহর আদেশ নিয়ে এসেছেন। তাই সর্বজনীন দাওয়াতের কাজে নিজের ভাষায় বিশুদ্ধতা অর্জনের বিকল্প নেই। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমি রাসুলদের মাতৃভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছি, যাতে তারা জাতিকে সুষ্ঠুভাবে বোঝাতে পারে।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪)।নবী মুসা (আ.)-এর মুখে জড়তা ছিল। তার বড় ভাই হারুন (আ.) ছিলেন তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী। মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে আবেদন করে বলেছিলেন, 'আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক সাবলীল ও বিশুদ্ধভাষী। তাই তাকে আমার সহকারী হিসেবে আমার সঙ্গে নবুয়তের দায়িত্বপালনে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করবে।' (সুরা কাসাস, আয়াত : ৩৪)। প্রিয়নবী (সা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা পবিত্র কোরআন। এই গ্রন্থ আরবের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার বিবেচনায় এ গ্রন্থ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি গ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের অসাধারণ ভাষাশৈলীতে মুগ্ধ-বিস্মিত পৃথিবীর কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানীরা।প্রিয়নবী (সা.)-এর মুখের ভাষাও ছিল বিশুদ্ধ ও মানোত্তীর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। অশুদ্ধ ভাষা সবসময় এড়িয়ে চলতেন। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হাজার হাজার হাদিস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জাল হাদিস যাচাইয়ের একটি স্বতন্ত্র মানদ-ই হলো হাদিসের ভাষ্যে ভাষাগত ভুল থাকা।
রাসুল (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের সব কাজই নিজের মাতৃভাষা আরবিতেই সম্পাদন করতেন। খোলাফায়ে রাশিদিন ও পরবর্তী মুসলিম শাসকরাও এই নীতি অনুসরণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশে পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছেন, সর্বপ্রথম সেই অঞ্চলের ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় অসংখ্য আরবি শব্দের প্রবেশ এবং আরব বংশোদ্ভূত বাঙালিরা তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

কথা বলার সময় সুন্দর শব্দচয়নও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে শব্দচয়নের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন অর্থবিকৃতির আশঙ্কা থাকায় মুমিনদের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা 'রায়িনা' বলো না, 'উনজুরনা' বলো এবং শুনতে থাকো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১০৪)।

সাহাবিদের দৈনন্দিন কাজকর্মেও রাসুল (সা.) ভাষার বিশুদ্ধতা, উপযুক্ত শব্দচয়ন ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার জনৈক সাহাবি রাসুল সা.-এর কাছে এলেন। তিনি বাইরে থেকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আ-আলিজু?' প্রবেশ করা অর্থে এই শব্দের ব্যবহার আরবি ভাষায় আছে, কিন্তু অনুমতি কিংবা প্রার্থনার ক্ষেত্রে তা প্রমিত শব্দ নয়। প্রমিত শব্দ হলো 'আ-আদখুলু?'। নবী (সা.) তাকে বললেন, তুমি 'আ-আদখুলু' বলো। রাসুল (সা.) এভাবে তার শব্দপ্রয়োগ ঠিক করেছেন।বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ সহিহ মুসলিমে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে 'কিতাবুল আলফাজ' তথা 'শব্দচয়ন অধ্যায়'। সেখানে বিভিন্ন হাদিসে রাসুল (সা.)-এর শব্দ প্রয়োগের নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা এশার নামাজকে 'আতামা' বলো না, বরং 'এশা' বলো।' অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন, তোমরা 'আঙুরকে' 'করম' বলো না, 'ইনাব' বলো।' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) নিজের আদরের কন্যাকে বিশুদ্ধ ভাষা শেখার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ভুল হলে তাকেও মৃদু শাস্তিও প্রদান করতেন। এসব কারণেই পৃথিবীর সব প্রান্তেরই মুসলিম মননে মাতৃভাষার প্রতি অসাধারণ প্রেম আমরা দেখতে পাই।তাই বাংলার স্বকীয়তা রক্ষা, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মুসলমানদের সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বত্র মাতৃভাষার বিশুদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মানবতার কল্যাণে ইসলামের মহান শিক্ষা বাংলায় রূপান্তর করে ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এভাবেই মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

সাংবাদিক, লেখক ও সম্পাদক

মাতৃভাষার ইতিহাস

মিশকাত হোসাইন

একুশে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গ তথা সমস্ত বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত।

১৯৫২ সালের এই দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার) বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ শহীদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকত সহ অনেকেই। তাই এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ৫ই আগষ্ট, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তার চরম প্রকাশ ঘটায়।

ঐদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালামসহ কয়েকজন ছাত্রযুবা হতাহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ঢাকাবাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে সমবেত হয়। নানা নির্যাতন সত্ত্বেও ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরা প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় রাজপথে নেমে আসে। তারা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ করে।

ভাষাশহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যা সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে ৭ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি।

১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'বাংলা ভাষা প্রচলন বিল' পাশ হয়। যা কার্যকর হয় ৮ মার্চ ১৯৮৭ সাল থেকে।

শিক্ষার্থী ও প্রাবন্ধিক

বাঙলা আমার মাতৃভাষা

সা'দ হোসাইন

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ নিজের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। কখনো সে অঙ্গভঙ্গি করেছে, কখনো বা ছবি এঁকেছে, আবার কখনো মুখ থেকে নানান রকম আওয়াজ করেছে। যুগ যুগ ধরে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষের মুখনিঃসৃত এই বিভিন্ন ধরনের বিক্ষিপ্ত আওয়াজের সমষ্টিগত সংগঠিত পূর্ণাঙ্গ রূপ হল ভাষা।

বিশ্বজুড়ে নানান অঞ্চল ভেদে মানুষের ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে উঠেছে শত সহস্র ভাষা এবং সেই ভাষার অবলম্বনকারী নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী। তেমনি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সন্তানেরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে ঐতিহ্যগতভাবে যে নির্দিষ্ট ভাষাটির মাধ্যমে নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে শেখে, সেটিই হল তাদের মাতৃভাষা। কোনো গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তির মাতৃভাষা তার কাছে শুধুমাত্রই একটি সামান্য ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়। সেই নির্দিষ্ট ভাষাটির সাথে জড়িয়ে থাকতে পারে ইতিহাসের ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক সংস্কৃতি তথা মহান আবেগ। মনের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা ভাবকে ছুঁয়ে প্রকাশ করে যে ভাষা, তার সাথে যে আবেগ জড়িয়ে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। মানুষের সেই আবেগকে, প্রত্যেকের মাতৃভাষার সাথে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস তথা মহান সংস্কৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় মাতৃভাষা দিবস।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তাঁরা নিজ জাতির ভাষায় ধর্ম প্রচার করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সব রাসূলকে তাদের নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে তারা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে।' (সুরা ইব্রাহিম : ৪)

মাতৃভাষা গর্ব করার বিষয়। নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে গর্ব করে মহানবী সা. বলতেন, 'আরবদের মধ্যে আমার ভাষা সর্বাধিক সুললিত। তোমাদের চেয়েও আমার ভাষা অধিকতর মার্জিত ও সুললিত।' (আল-মুজাম : হা. ২৩৪৫)

এর কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আরবের সবচেয়ে মার্জিত ভাষার অধিকারী সাদিয়া গোত্রে আমি মানুষ হয়েছি। তাঁদেরই কোলে আমার মুখ ফুটেছে। তাই আমি সর্বাধিক সুললিত ভাষা আত্মস্থ করেছি।' (আল-বদরুল মুনির ফি তাখরিজিল আহাদিস : খ. ৮, পৃ. ২৮১)

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরে বাংলার উপরে নেমে আসে উর্দুর অপচ্ছায়া। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে দম্ভ করে ঘোষণা দেন 'পাকিস্তানের ভাষা উর্দু ভাষা। এই ভাষাতেই কথা বলতে হবে' তখন প্রতিবাদে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙলাভাষী লাখো জনতা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচারী পাকিস্তানি মিলিটারির রাইফেলের গুলিকে উপেক্ষা করে বীর বাঙালি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, ঢাকার রাজপথ নেমে ছিল। সেদিন রাজপথ লাল হয়েছি রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেক তরুণের তাজা রক্তে। ভাষার জন্য জীবন দেবার এরকম নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এজন্যই বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে।

বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর আরো একটি ঐতিহাসিক গৌরবময় ও আনন্দঘন দিন। এই দিনে বাঙালি অর্জন করেছে তার প্রাণের সম্পদ একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির গৌরবময় আত্মদান বিশ্বমর্যাদা পায় তেমনি পৃথিবীর ছোট-বড়ো প্রত্যেকটি জাতির মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে নিজের মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতোই পরম সমাদরের বস্তু। মাতৃভাষাই আত্মপ্রকাশের যথার্থ মাধ্যম।২১শে ফেব্রুয়ারির মতো একটি ঐতিহাসিক দিনকে ' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালন করার মধ্যে প্রতিটি মানুষকে তার মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলার একটি শুভ প্রচেষ্টা নিহিত আছে।

'একুশ আমার চেতনা/একুশ আমার গর্ব' কেবল বাংলা ভাষাকে নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার নিজস্ব মহিমা অক্ষুন্ন রাখার দীপ্ত শপথ নেবার দিন হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।বাঙালি হিসেবে আজ আমাদের সবার অঙ্গিকার সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার।

শিক্ষার্থী ও প্রাবন্ধিক

যেমন কারণে ভাষা আল্লাহর নেয়ামত

মুফতি শামসুল আরেফীন

ভাষা আল্লাহ তা'য়ালার অপার দান।আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাদেরকে ভাষাজ্ঞান শিক্ষা না দিতেন, তাহলে আমরা একে অপরের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতাম না । বোঝতে পারতাম না মানুষের সুপ্ত হৃদয়ে পুষে রাখা সুখ-দুঃখের কথা। এই ভাষার শুকরিয়া এক জীবনে করেও শেষ করা যাবে না। পৃথিবীর বুকে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি ভাষার প্রচলন আছে। এর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষে ব্যবহার হয় দেড়শো-রও বেশি ভাষা।

ভাষা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে "দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন । সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখেয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।"(আর রহমান - ১-৪) আরো এরশাদ হয়েছে, "আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে। তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"(ইব্রাহীম - ৪)
ওপরের আয়াতের মাধ্যমে আমরা বোঝতে পারি দীনের জ্ঞান অর্জন করার নিমিত্তে ভাষা শিক্ষা করা ইবাদত ও সুন্নাত। সুতরাং শরীয়তে মাতৃভাষা শিক্ষা করার গুরুত্ব অনেক বেশি।

বাংলা ভাষার সম্মান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বাংলা ভাষার জন্য আমাদের দেশের দামাল কামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন বাংলার এই জমিনে।তাদের ত্যাগ, শ্রম আর সাধনার বিনিময়ে আজ আমরা মন খুলে একে অপরের সাথে স্বাধীন ভাবে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারি।

ভাষাকে হেয়, তাচ্ছিল্য করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।কারণ প্রত্যেক নবী রাসূলের ওপর তাদের স্বগোত্রের ভাষানুযায়ী তাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হয়েছে।যেমন দাউদ আলাইহিস সালামের মাতৃভাষা ছিল ইউনানি। আর তাঁকে তাঁর গোত্রের ইউনানি বা অ্যারামাইক ভাষার ওপর ভিত্তি করেই যাবুর অবতীর্ণ হয়। তাওরাত হিব্রু ভাষায় আর ইঞ্জিল ইউনানি বা গ্রিক ভাষায় নাযিল হয়েছে।

তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে জ্ঞানবানদের জন্য।
(আর রুম - ২২)
উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমেও একথা প্রতীয়মাণ হয় যে,এই ভাষার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বিরাট একটি নিদর্শন প্রকাশ পায়। সবাই আদমের সন্তান কিন্তু ভাষা সবার আলাদা আলাদা।প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভাষা আছে। কোনো দেশের ভাষার সাথে অন্য দেশের ভাষার কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিল নেই।

রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ বিন সাবিত রা.-কে ইয়াহুদিদের ইবরানি ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দেন।আর তিনি মাত্র পনেরোদিনে সেই ভাষা আত্মস্থ ও কণ্ঠস্থ করেন।

দিন দিন আমাদের মাতৃভাষার স্থলে অন্য ভাষার সংমিশ্রণে প্রায় দেশীয় অনেক পরিভাষা আজ বিলুপ্তির পথে।তাই অন্য ভাষা আয়ত্বে করতে গিয়ে যেনো আমরা নিজের ভাষা ভুলে না যাই, সেদিন সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আলেম ও লেখক

ইসলামে ভাষার গুরুত্ব

মুহা. হুসাইন আহমদ

আমাদের নশ্বর এই পৃথিবীতে কত ভূখণ্ড, কত দেশ, কত জাতি ও কত ভাষা রয়েছে! সকল ভাষাই সুন্দর, অসাধারণ। কারণ মানুষ যেমন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, মানুষের মুখের ভাষাও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। ভাষা মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ দান। মানুষের মুখে ভাষা আছে বলেই মানুষ মনের কথাগুলো বলতে পারে। সুখের কথা, দুঃখের কথা, আনন্দ-বেদনার কথা এবং আপনজনের প্রতি অভিমান ও ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারে। ভাষা আছে বলেই মানুষকে আমরা সত্যের পথে ডাকতে পারি। পৃথিবীর অগণিত ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা হলো আমাদের মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা। এ ভাষার জন্যই আমাদের ভাষা শহীদরা শহীদ হয়েছে। বাংলা ভাষাকে তাই আমরা অনেক ভালোবাসি। কারণ, মাতৃভাষা হলো মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। আর ভাষা মানব জাতির পরিচয়ের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাণিকুল, পশুসমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যের মোক্ষ উপাদান হলো ভাষা। তাই এই মাতৃভাষা মানুষের মৌলিক অধিকার।

আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম সকল ভাষাকে সম্মান করতে শেখায়। কারণ, সকল ভাষাই আল্লাহ তায়ালার দান ও তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।(সূরা রুম: ২২)
জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।(সূরা রুম: ২২) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর যত ভাষা দুনিয়াতে আছে সবকিছুর জ্ঞান তাকে তিনি দান করেছেন। (সূরা বাকারা : ৩১) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'মানব জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা করার জ্ঞান দিয়েছেন। (সূরা আর রহমান: ৪)

মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'আশরাফুল মাখলুকাত' হলো মানুষ। আর মানুষ ভাষা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে এবং একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। মানুষের পরিচয় বা সংজ্ঞাতে তা স্পষ্ট। আরবিতে মানুষের পরিচয় বলা হয়, 'হায়ওয়ানুন নাতিক' অর্থাৎ 'বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণী'।

অতঃপর পৃথিবীর সকল ভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকতে হবে। কারণ, সকল ভাষাই আল্লাহ তায়ালার দান। সকল ভাষারই রয়েছে নিজস্ব সৌন্দর্য, নিজস্ব অলঙ্কার ও প্রাচুর্য। আর হ্যা, বাংলা ভাষাকে তো আমরা অবশ্যই শিখবো। কারণ বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা মনের সকল ভাব প্রকাশ করি। মাতৃভাষায়-ই আমাদেরকে দ্বীন প্রচার করতে হবে এবং মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতে হবে। আর আরবী ভাষা আমরা শিখবো আল্লাহ তায়ালার কালাম এবং নবীর কালাম বোঝার জন্য। এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য। তেমনি অন্য যে কোনো ভাষাও আমরা শিখবো জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য। আবার তার শ্রদ্ধা এজন্য করবো যে, তা কারো না কারো মায়ের মুখের ভাষা।

অতএব, আমাদের মধ্যে সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা থাকা চাই! বিশেষ করে কুরআন হাদিসের ভাষার প্রতি, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি ও ভাষা শহীদদের প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকা চাই। কারণ এ আরবি আমাদের রব ও নবীর (সাঃ) ভাষা ও বাংলা আমাদের জন্মের ভাষা। এ ভাষা আমাদের হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার ভাষা। এ ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। তাই আমাদের ভাষার জন্য যারা নিজেদের শ্রম, রক্ত ও জীবন দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা তাদের কবুল করুন। আমিন।

প্রাবন্ধিক ও সদস্য,
বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

নবীণ কণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে...
রোযনামচা

স্রষ্টার নিপুণ সৃষ্টি

২০-২-২০২২খৃ.

বিধাতার সৃষ্টির সেরা আমি এক মানব। যার গায়ের রং ও গড়নের বিবরণ অপরিসীম। মহান মালিক কৃপা, মায়া, অকৃত্তিম স্নেহ ও পরম মমতায় সৃজন করেছেন নির্বিশেষে। কালো-ফর্সার নেই ভেদাভেদ। নেই লম্বা-খাটোর বৈষম্য। বস্তুত আমরা সবাই মানুষ ও তাঁর বান্দা-বান্দি। আছিও বেশ সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে।আলহামদুলিল্লাহ।

মানবকূলের জন্যে বিস্তীর্ণ আবাদি জমি, আবাসভূমি, ও জলাভূমির অনন্য এক সমাহার আবিষ্কার করে রেখেছেন যিনি তিনি মহা-মহীয়ান সৃষ্টিকর্তা। আঁধারের নিঃস্তব্ধতায় আয়েশের রাত্রিযাপন। প্রত্যুষে কোকিলের কুহু-কুহু কূজনে ঘুমঘোর ভাঙতেই; মসজিদে-মসজিদে 'আস-সলাতু খায়রুম মিনান নাওমে'র এ'লান।

বা'দ সালাতুল ফজর গাছে-গাছে অহরহ পক্ষিদের আনাগোনা। যেন এটি পক্ষিদের নিত্যদিনের মিলনমেলা। সেই সাথে এদের কিচির-মিচির গুঞ্জনে মুগ্ধতার ঢেকুর তোলে পাড়া, প্রতিবেশী সবাই। কিছুদূর সময় এগুতেই গাছের ডাল-পাতার ফাঁক
কেটে গায়ে পড়ে ভোরের উষার ঝিলিক কিরণ। গৃহস্থালিরা কোমর বেঁধে লেগে যায় নাস্তা তৈরীর কাজে। গৃহস্বামীরাও ছোটে বেড়ায় কর্মের জায়গায়—খেত-খামার, হাঁট-বাজারে।
ততক্ষণে শুরু হয়ে যায় আস্ত একটা দিনের সবেমাত্র যাত্রা।

লেখিকা, ফারিহা জান্নাত

প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছু সময়

২৮-৬-২০২১খৃ.

আকাশটা মেঘমুক্ত। কালো ধোঁয়াশা নেই আকাশ পানে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। দিনমনি পশ্চিমাকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে বিদায়ের হাতছানি দিচ্ছে। সন্ধ্যার গোধূলি আবছা। হালকা বেগুনির রশ্মি যেন নিজ হস্তে সরল রেখা টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ঐ দূর আকাশে। রংধনুর রঞ্জে-রঞ্জে রক্তিম নিলিমার হাতছানি।

আজ পাখিদের কোলাহল বড্ড বেশি। তাদের কিচিরমিচির শব্দ-ই বলে দেয় আজ তারা অনেক খুশী। দোয়েলের মিষ্টি কণ্ঠের শিষে মুখরিত অন্য পাখিরা। প্রকৃতি যেন কান পেতে শুনছে, দোয়েলের মিষ্টি কণ্ঠের ডাক। শালিক পাখি-রাও দলবেঁধে বাড়ির আঙিনায় হেলেদুলে চলছে।

ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখির সারি ভারি বর্ষণের পর আজ তারা মুক্ত মনে, মুক্ত পানে,মুক্ত সাঁজে, সাঁজের ভেলায় মন খুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা আজ সন্ধ্যার হাওয়াতে মাতোয়ারা হচ্ছে । এ-ডাল থেকে সে ডালে উড়ে যাচ্ছে বারংবার। যেন সবুজায়নের সবুজ পাতার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে অনবরত।

দক্ষিণের মৃদ বাতাসে মিষ্টি বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে সবুজ অরণ্যের বেলাভূমিতে। তাই আজ আমিও অনেক খুশী মনে পড়তে বসলাম। দক্ষিণ পাশের সেই পুরোনো টিনের ঘরটাতে। এই বর্ষার সময় দক্ষিণের মিষ্টি বাতাস বড্ড প্রশান্তি দেয় । মনের মাঝে মন খারাপের ভাব থাকলেও থাকা যায় না দক্ষিণার হাওয়াতে, আর মিষ্টি বকুলের মিষ্টি গন্ধে।

লেখিকা, মাহবুবা সিদ্দিকা

গোধূলির আলোকসজ্জা

৫-৬-২০২১খৃ.

গোধূলির আবিরে অস্তায়মান লাল সূর্য। দিনের শেষে থেমে আসছে চারপাশের কর্মকোলাহল। প্রকৃতিতে নেমে আসে অন্যরকম এক প্রশান্তি। সর্বত্রই বিরাজ করে এক নৈসর্গিক নিরবতা।

সূর্যের রক্তিম আলোর ছটায় প্রকৃতি যেন অন্যরকম রঙে নিজের সাজায়।

বিশ্বস্রষ্টা যেন নিজেকে আড়ালে রেখে মোহময় সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষকে ডুবিয়ে রেখেছেন। রহস্যময় এক মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে খেলছেন আড়ালে বসে। দিবসের অবসান আর রাত্রির আগমনের এই মহেন্দ্রক্ষণটিতে পৃথিবী যেন মিলন বিরহের খেলায় মেতে ওঠে।

লেখিকা, খাদিজা বিনতে আব্দুল আলীম

বাবুই পাখির বাসা

১৮-২-২০২২খৃ.

বাবুই পাখির বাসা। কি নিপুণ ঠোঁটের কাজ। কোনো খুঁত নেই। প্রযুক্তির কোনো ছোঁয়া নেই। তবুও সৌন্দর্যে কোনো কমতি নেই। যেনো কোনো দক্ষ কারিগর নিজের জ্ঞানের সবটুকু এখানেই ব্যায় করেছে। একটু আধটু করে ক্রমাগত চেষ্টায় পাখির রাজ্যে রাজকীয় বাড়ির মালিক এই বাবুই পাখি।

পাখিটি দেখতে ছোট হলেও বুদ্ধিমত্তায় খুব পরিপক্ক। তাদের রয়েছে আলাদা স্বকীয়তা,নিজস্বতা। যা তারা কখনো বিকিয়ে দিতে রাজি হয় না। এ জন্যই কবি বলেছেন;

বাবুই হাঁসিয়া কয় সন্দেহ কি তাই
কষ্ট পাই তুবু থাকি নিজের ও বাসায়
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাচা'।

প্রিয় ভাই! সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করুন। শিক্ষা গ্রহণ করুন। ছোট্ট বাবু পাখিকে লক্ষ্য করেও অনেক শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। সমাজে এমন অনেক লোক আছে! যাদের দেখতে ছোট মনে হলেও তাদের রয়েছে ধর্মীয় জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্যবোধ। রয়েছে আলাদা স্বকীয়তা। হাজারো কষ্ট চেপে রেখেও তারা কারো কাছে মাথা নত করে না। একমাত্র প্রভুই তাদের ভরসা।

এর বিপরীতে সমাজে রয়েছে বহু দাপুটে বিত্তশালী। তাদের অনেকেই সুঠাম দেহের অধিকারী। কিন্তু তারা কাকের মতো। অন্যের বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে। নিজের ভিতর আত্মসম্মানবোধ তৈরী করতে পারেনি। তারা পরনির্ভরশীল। মানুষের সম্পদের দিকে মুখিয়ে থাকে। গরীবের টাকা মেরে খাওয়াই তাদের পেশা।

লেখক, বোরহান মাহমুদ

প্রযুক্তির বেড়াজালে

১৯-২-২০২২খৃ.

পৃথিবী দিনদিন এগিয়ে যাচ্ছে মহাপ্রলয়ের দিকে। পাল্লা দিয়ে চলছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা। আধুনিকতা ও উন্নয়নের নেশায় মত্ত হয়ে ছুটছে—প্রতিটি দেশ। প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় স্মার্টফোন এখন সবার হাতে হাতে।একটু সময় পেলেই আমরা, চষে বেড়াই নেট-দুনিয়ার অলিগলি। ঘণ্টাকে ঘণ্টা চলে যায় ব্রাউজিং করতে করতে। তারপরও যেন রেশ কাটে না।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি আমাদের অনেককিছুই দিয়েছে, সহজ করে দিয়েছে আমাদের নানান কর্মযজ্ঞ; তা অস্বীকার করার কোনো জো নেই। কিন্তু আমাদের থেকে যা ছিনিয়ে নিয়েছে, তা-ও কোনো অংশে কম নয়। আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক, সবখানে এর প্রভাব রয়েছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা কেড়ে নিয়েছে। আধুনিকতার ভয়াল থাবা আমাদেরকে ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। জ্ঞানশূন্য কর্মবিমুখ এক সমাজ গড়ে তুলছে।

যে শৈশব-কৈশরে গল্পের বইয়ে বুঁদ হয়ে থাকার কথা। খেলার মাঠে দুরন্তপনায় ছুটোছুটি করার সময়; সেখানে, বর্তমান-জেনারেশন ইন্টারনেটের মোহে বিভোর হয়ে থাকে। সময় কাটে তাদের, ফোন-স্কিনের রূপালি রশ্মিতে আচ্ছন্ন হয়ে। আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, প্রযুক্তিকে আমরা ততটুকুই ব্যবহার করব, যতটুকুন আমাদের প্রয়োজন। আমরা যেন প্রযুক্তির দাস না-হয়ে যাই।

পরিশেষে বলব, এই অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণ পেতে, ধর্মীয় দিকনির্দেশনা মেনে চলার পাশাপাশি, আমাদের তরুণসমাজকে যদি শিল্প-সাহিত্যের দিকে আহ্বান করা যায়, সাহিত্যের অমিয় সুদা আস্বাদন করানো যায়, তাহলে আশা করা যায়, মূল্যবান সময়গুলোকে তারা হেলায়-খেলায় নষ্ট করবে না। বরং হৃদয় ও মন পূর্ণ করবে সাহিত্য-মদিরায়।

আর আমাদের 'নবীন কণ্ঠ' সেই লক্ষ্য ও স্লোগানকে সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

লেখক,বিন-ইয়ামিন সানিম

তাবলীগ জামাত

১৮-২-২০২২খৃ.

আজ শুক্রবার। বলা হয়ে থাকে গরীবের ঈদের দিন। নামাজের পর কবরস্থানে যাই। ঢুকতেই একজন যুবক চোখে পড়ল। যাকে এর আগে বহুবার দেখেছি। কিন্তু আগের দেখা আর এখনকার দেখা অনেক পার্থক্য আছে। ভাবলাম, কবর যিয়ারতের পর তার সাথে কিছু কথা বলব।

যিয়ারত শেষে তার পাশে এসে দাঁড়াই। তার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। ছেলেটির নাম মাসরুর। গ্রামের এক বখাটে ছেলে। মাষ্টার মাসরুর নামে পরিচিত সে। তার একটি দল ছিল। সব ধরণের অপরাধ-অপকর্মে জড়িত ছিল। তাদের অনিষ্টতায় মানুষ অতিষ্ঠ। মোনাজাত শেষ করে ছেলেটি আমার দিকে তাকায়। সুযোগ বুঝে সালাম বিনিময় এবং খোঁজ খবর নেওয়ার পর তার পরিবর্তনের কথা জানতে চাই।
সে বলল;
আমাদের গ্রামের মসজিদে একটি তাবলীগ জামাত আসে। বিকাল বেলা তারা বের হয় পথহারা মানুষকে দ্বীনের পথে আনতে। দ্বীন-ঈমানের মূল্য বোঝাতে। দেখা হয়ে যায় আমার সাথে। কিছুক্ষণ আমাকে নসিহত করার পর আছরের নামাজ পড়তে আসি। নামাজ শেষে অল্প কিছু সময় দ্বীনি মজলিসে বসার ইচ্ছে করি। অপর দিকে আমর রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের হাতছানি। মজলিসের কথাগুলো খুব ভালো লাগছিল আমার। সেখান থেকে আমি তিনদিন তাবলীগে সময় লাগাই। বাসায় জানাই।সবাই রাজি। কারণ আমার বাবা-মা এবং সবাই চাচ্ছিল কোনোভাবে যেন আমি ভালো হই। তারপর সেখানে যাই এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করি ও বান্দার হক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করি।
আর আল্লাহ তায়ালা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কথা শেষে আমি তার চেহারার দিকে তাকালাম। অশ্রু তার চোখের কোণে চলে এসেছে। তারপর তাকে দ্বীনের পথে অটল-অবিচল থাকার পরামর্শ দিই। এবং বাসার পথ ধরি। কে জানে হেদায়াত কখন কার দরজায় এসে দাড়ায়? আল্লাহ তায়ালা তাকে হকের উপর অবিচল রাখুক।

লেখক,আনোয়ার আফনান

পরোপকার করা সুন্নতে নববী

১৮-২-২০২২খৃ.

বাইরে প্রচন্ড শীত। চারিদিক ঘোর কুয়াশাচ্ছন্ন । ঘড়ির কাঁটা সারে চারটা। কিন্তু মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে! তারপরও এই তীব্র শীতে ব্যাস্ত নগরীর মানুষগুলো সকলেই তাদের কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছে।

বলছিলাম রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী গুলিস্তানের কথা। সেদিন মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে চাঁদপুরের বাসে করে গুলিস্তান এসে নামলাম। এখানকার মানুষের ব্যস্ততা দেখে মনেই হচ্ছে না যে,বাইরে এত কঠিন শীত!

সবাই ছুটছে যার যার গন্তব্যের ।
আমিও ছুটলাম আমার গন্তব্যে। এমন সময় দূর থেকে একটা বৃদ্ধ লোক নজর পড়ল। বৃদ্ধের একটা পাঁ ভাঙা। রাস্তা পার হবে বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে! যেভাবে গাড়ি চলছে, লোকটা রাস্তা পার হওয়ার সাহস পাচ্ছে না।

আরেকটা বিষয় নজরে আসলো। ঈদের পাশ ঘেঁষেই কত মানুষ যাচ্ছে । কিন্তু কারো জন্য এদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। অথচ বৃদ্ধ কয়েকজনকে বলেছিলও 'ভাই/বোন আমায় একটু রাস্তাটা পাড় হতে সাহায্য করুন' । কিন্তু কে শুনে তার কথা! এ শহরে সবাই ব্যস্ত। সবাই যার যার উদ্দেশ্যে ছুটে চলে।
মনে মনে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল!
দুনিয়ার মানুষগুলো এত নিষ্ঠুর কেন
তাদের মনে কি একটু মায়াও নাই! তারা কি এতই পাষাণ! আফসোস হয়।
তারা হয়তো জানে যে, পরোপকার কত মহৎ কাজ! মানুষের সামন্য উপকার করে তার থেকে কত দু'য়া পাওয়া যায়। কত উপকৃত হওয়া যায়।

এজন্যেই রাসূল সা. বলেছেন, যে মানুষের উপর রহম করে না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করেন না।
(আল হাদীস)
অতঃপর বৃদ্ধকে রাস্তা পাড় করে দিয়ে একটা গাড়িতে তুলে দিলাম।
আমার থেকে এটুকুন উপকার পেয়ে লোকটা এত খুশি হলেন যে, তার খুশি দেখে সেদিন আমারও খুশিতে চোখে জল-ছল-ছল করছিল!
বৃদ্ধ দু-হাত তুলে আমার জন্য দুয়া করলেন! অতঃপর তিনি ছুটে চললেন অজানা গন্তব্যে।

লেখক,আমির হামজা

কবিতা / ছড়া

ঋতুর রাজা বসন্ত

কাজী মারুফ

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

ঋতুর রাজা রানির খোঁজে
বাংলাদেশে এলো
সবুজ-শ্যামল রূপের মাঝে
রানির দেখা পেলো।

শিমুল পলাশ কনকচাঁপা
নানান ফুলের সাথে
কৃষ্ণচূড়ার রঙিন মালা
রানির জন্য গাঁথে।

বেগুন পটল ঢেঁড়স ডাঁটায়
পূর্ণ করে ঝুড়ি
রাঁধবে রানি, ভাজবে আরো
নতুন চালের মুড়ি।

খলশে পুঁটি চিংড়ি মলা
ধরছে সুতোর জালে
মনের সুখে ঘুরছে দু'জন
বসন্তের এই কালে।

এমনিভাবে মিলেমিশে
পার করে দিন হেসে
দুমাস পরে রাজা-রানি
হারায় নিরুদ্দেশে।

ফাগুনের ঘ্রাণে

রাশেদ নাইব

ছুটছে সবাই ঘর বাহিরে
ফাগুন এলো বন ভাদরে
হারিয়ে যাই ঘ্রাণে,
কত ফুলের ঘ্রাণ শুঁকেছি
ফাগুন ফুলের নাম লিখেছি
দোলা লাগে প্রাণে।

ফাগুন মাসের শেষ দেখেছি
চৈত্র মাসের নাম লেখেছি
প্রজাপতির গানে,
ফুলের সুবাস বন ভরেছে
নানা গন্ধে প্রাণ ধরেছে
মোহমায়ার টানে।

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

একুশ আসে

আসাদ বিন সফিক

একুশ আসে বছর ঘুরে
বাংলার ঘরে ঘরে
প্রভাত হলেই ফুলের সনে
শোকের অশ্রু ঝরে।

একুশ আসে বছর ঘুরে
দাওয়াত নাও পেলে
পাখপাখালি প্রজাপতি
শোকের ডানা মেলে।

একুশ আসে বছর ঘুরে
শোকের বার্তার নিয়ে
বীর বাঙালী করল ঋণী
নিজের রক্ত দিয়ে।

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভাষা আন্দোলন

হেদায়ত উল্লাহ

আগুন ছিল আগুন ছিল
আগুন ছিল মুখে
আরো প্রখর আগুন ছিল
লুকিয়ে রাখা বুকে।

আগুন ছিল আগুন ছিল
আগুন ছিল রাজপথ
সেই আগুনের কাটি হল
সালাম, রফিক,বরকত।

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

আগুন ছিল আগুন ছিল
আগুন ছিল চোখে
ঝরল আগুন দামাল ছেলের
অশ্রু হয়ে শোকে।

আগুন ছিল আগুন ছিল
আগুন ছিল মিছিলে
কোত্থেকে এই আসল আগুন
বাহান্নতে কি ছিলে!

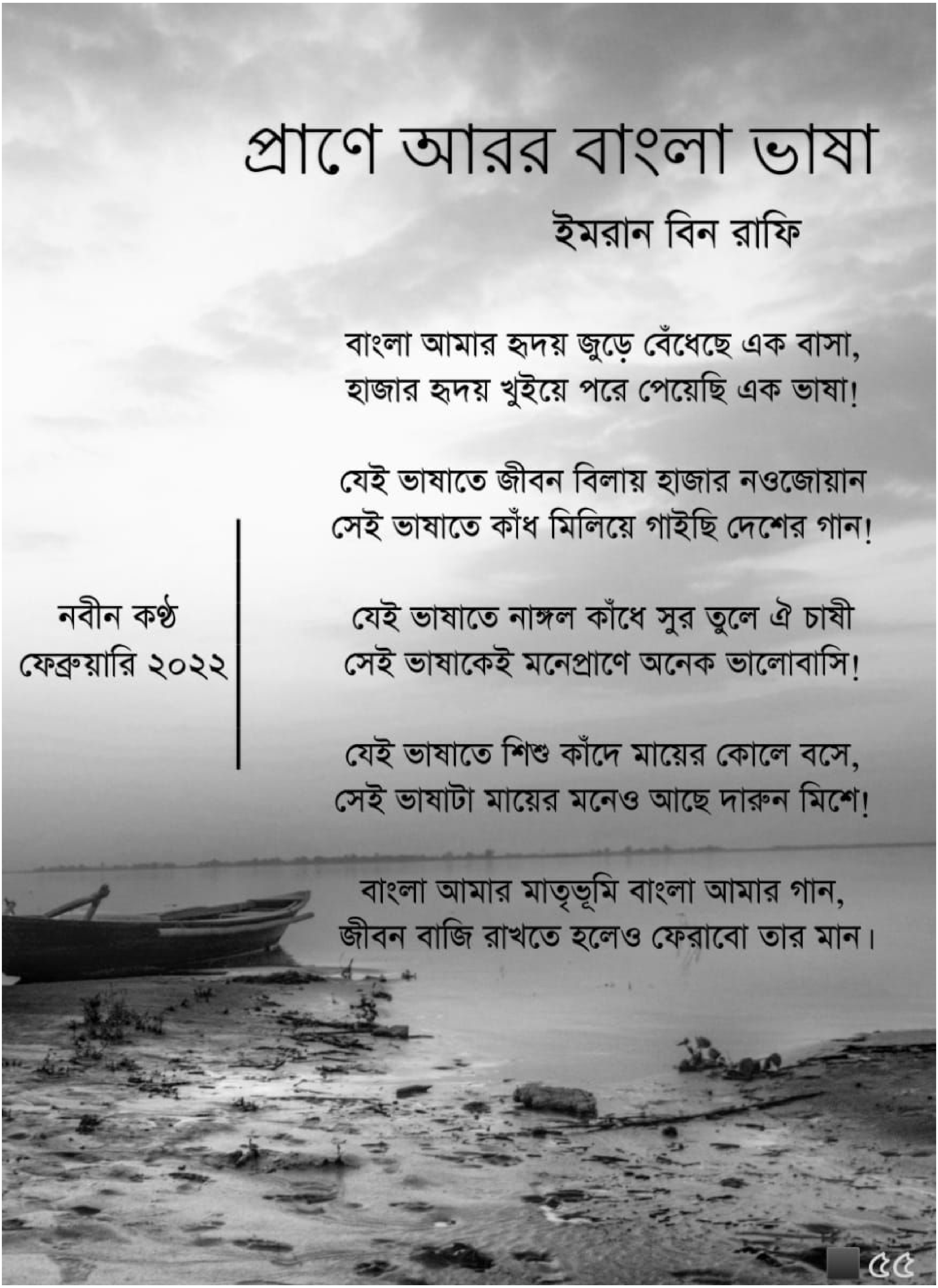

প্রাণে আরর বাংলা ভাষা

ইমরান বিন রাফি

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলা আমার হৃদয় জুড়ে বেঁধেছে এক বাসা,
হাজার হৃদয় খুইয়ে পরে পেয়েছি এক ভাষা!

যেই ভাষাতে জীবন বিলায় হাজার নওজোয়ান
সেই ভাষাতে কাঁধ মিলিয়ে গাইছি দেশের গান!

যেই ভাষাতে নাঙ্গল কাঁধে সুর তুলে ঐ চাষী
সেই ভাষাকেই মনেপ্রাণে অনেক ভালোবাসি!

যেই ভাষাতে শিশু কাঁদে মায়ের কোলে বসে,
সেই ভাষাটা মায়ের মনেও আছে দারুন মিশে!

বাংলা আমার মাতৃভূমি বাংলা আমার গান,
জীবন বাজি রাখতে হলেও ফেরাবো তার মান।

স্বাধীন দেশ

আয়মান আরশাদ

স্বাধীন দেশে জন্ম আমার পরি তপ্ত লহর মালা,
সংকল্প চিত্তে লোহিত চরণ আমি দীপ্ত, নই দিশেহারা।
রক্তের পথে রক্তের জাল বিছিয়ে পেলাম বাংলা ভাষা,
শত্রুর কবল থেকে ফিরে পাওয়া রক্তিম কৃষ্ণচূড়া।

কালের দামাল উদ্বেগ আবেগ এক থালাভাত কৃষাণে চাষা-
শুনে হুংকার বাতিলে বিষাদ, ভাষা'মার হৃদয় স্পন্দনে গাঁথা।
ভাষা তুমি একটি আরাধনা বাধভাঙ্গা জোওয়ারের রৌদ্রখরা,
ভাষা তুমি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বিদ্রোহী মার্চের ধ্বনি অগ্নীঝড়া।

দুশমনের বুক কাঁপিয়ে বাংলাভাষা ছেড়া বৃষ্টি রন্ধ্রে,
শব্দের আলিঙ্গনে মুক্ত ছড়ায়-ভাষার শৈল্পিকতার কেন্দ্রে!
কথারা শব্দ হয়, স্বপ্নরা ডানা মেলে মুক্ত আকাশে -
হয়ে মননে মুক্ত, আশায় পূর্ণ, বুলিতে এঁকে বাংলা ভাষার সাজে।

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

একুশে আমার

ফয়জুল্লাহ সীতাকুণ্ড

একুশে আমার ভালোবাসার এক অনুপম অনুভব
একুশে আমার আমার নবজাগরণ, চেতনার বিপ্লব।

একুশে আমার মাতৃস্বরের মধুমাখা বুলি সব,
একুশে আমার গর্ব, আমার যৌবন-শৈশব।

একুশে আমার স্বাধীনতা, মোর মুক্তির অবয়ব,
একুশে আমার সর্বত্র, একুশে আমার সব।

একুশে আমার ধমনীর তেজ, উচ্ছ্বাসী তান্ডব,
একুশে আমার উচ্চাভিলাষী হৃদয়ের উৎসব।

একুশে আমার তাড়না, আমার প্রেরণার উদ্ভব,
একুশে আমার বিজয়ের সুখ, অর্জিত গৌরব।

একুশে আমার কৃষ্ণচূড়ার শহীদান বান্ধব,
একুশে আমার রফিক, সালাম, বরকতী কলরব।

একুশে আমার সংস্কৃতি আর আদর্শ, বৈভব,
একুশে আমার লড়াই, আমার সংগ্রাম ভৈরব।

একুশে আমার তৃপ্তি, আমার প্রাপ্তি অসম্ভব,
একুশে আমার বাঙলা ভাষার বচন, কথন সব।

বিধ্বস্ত স্বাধীনতা

আকরাম হোসাইন

স্বাধীনতা তুমিতো আজ
শক্ত কুর্সির প্রজা,
তোমার কাঁধে চড়ে ওরা
নিচ্ছেতো বেশ মজা।

স্বাধীনতা তুমিতো আজ
জিম্মি ওদের হাতে,
তোমার রক্ত চুষে ওরা
চলছে দিনে রাতে।

স্বাধীনতা তুমিতো আজ
বাক শক্তিতে বন্দী,
নিজের মতো সংবিধানে
লিখছে ওরা গ্রন্থি।

স্বাধীনতা তুমিতো আজ
শকুনের সে খাদ্য,
নিজের সম্ভ্রম বিলীন দিতে
হয়ে গেছে বাধ্য।

নবীন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

স্বাধীনতা তুমিতো আজ
উচ্চ হারে ক্লান্ত,
ধুঁকে ধুঁকে কাঁদছো কেবল
ফের হতে সেই আস্ত।

লাখো সালাম

এনায়েতুল্লাহ ফাহাদ

বাংলা ভাষার ইতিহাসে
রেখেছে যারা অবদান,
দেশ ও ভাষার জন্য যারা
বিলীন করেছে প্রাণ

তাদের প্রতি লাখো সালাম
শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রীতি,
কখনো ভুলা যাবে না
তাদের রক্তাক্ত স্মৃতি।

নীবন কণ্ঠ
ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভাষার তরে জীবনের খুন
নেই যে এমন নজীর,
রক্ত দিয়েছে তরুণ-যুবক
বাংলার সংগ্রামী বীর।

রক্তে ভেজা শহীদ দিবস
একুশে ফেব্রুয়ারি,
ভাষাসৈনিকের খুনে লেখা
অনুনয় আহাজারি।

জীবনের মান ভুলে গিয়ে
লড়েছেন অবিরত,
বরকত জব্বার রফিক সালাম
শহিদ যে কত-শত।